শিক্ষা-বিভাগের মহামান্য ডিরেক্টর বাহাদুর কর্ত্তৃক বঙ্গদেশীয় বিদ্যালয়-সমূহের গ্রন্থাগারে রাখিবার ও পুরস্কার দিবার জন্য অনুমোদিত।

—কলিকাতা গেজেট, ২৯।৭।৩৭

—*শ্রীশ্রী*—

হর-গৌরী

শ্রীভুজঙ্গভূষণ রায়

কাব্যতীর্থ, সাংখ্যতীর্থ

আর. পি. মিত্র এণ্ড সন্

৬৩, বিডন ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

[মূল্য ॥৵০ দশ আনা।

প্রকাশক—
শ্রীফণীন্দ্রনাথ সরকার
Of Messrs R. P. Mitra & Son
63 Beadon Street, Calcutta.

১৩৪৩

প্রিণ্টার—
শ্রীদেবপ্রসাদ মিত্র
এল্‌ম প্রেস,
৬৩ নং বিডন ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা।

উপহার

শ্রী



প্রস্তাবনা

মহাকবি কালিদাস-কৃত 'কুমার-সম্ভব' কাব্যের উপাখ্যানাংশ বাঙ্গালা গদ্যে এই পুস্তিকায় সঙ্কলিত হইয়াছে। কবিবর ভারতচন্দ্রের কাব্যের সহিত কুমার-সম্ভবের উপাখ্যানগত কিছু কিছু পার্থক্য আছে, এজন্য আমি উভয় কাব্যকে অবলম্বন না করিয়া, শুধু কুমার-সম্ভবের প্রথম সাত সর্গকেই ইহার উপজীব্য-রূপে গ্রহণ করিয়াছি। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদটী প্রথম সর্গের ২১ ও ৫৩ সংখ্যক শ্লোকদ্বয়ের ভাবার্থ সম্প্রসারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে মাত্র।

কবিবর রঙ্গলাল-প্রমুখ কয়েকজন মনস্বীর রচিত কুমার-সম্ভবের পদ্যানুবাদ এবং রবীন্দ্রনাথের মনোরম সমালোচনা বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডারের অতুল সম্পদ্। কতিপয় কাব্যানুরাগী লেখকও মহাকবির কাব্য-পরিচয়-প্রসঙ্গে এই উপাখ্যানের সারাংশ স্ব স্ব গ্রন্থে সঙ্কলন করিয়াছেন, তথাপি বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া ব্যাপকভাবে সংস্কৃত-ভাষানভিজ্ঞ পাঠককে কুমার-সম্ভবের অনুপম সৌন্দর্য্যের কিঞ্চিন্মাত্র উপভোগ করাইবার অভিলাষ আমি পরিহার করিতে পারিলাম না। নৈসর্গিক উপাদানে সকলেই উপাস্য-মূর্ত্তি গঠন করিবার অধিকারী। কালিদাসের 'রঘুবংশা'দি মহাকাব্য হইতে বাঙ্গালায় 'সীতার বনবাস' পর্য্যন্ত বহু প্রসিদ্ধ গ্রন্থই পূর্ব্ব-সূরিগণের প্রসাদে রচিত। সুতরাং আমার এ উদ্যম বিফল হইবে না—ইহাই আশা করি। এই পুস্তক-

পাঠে কাহারও মূল কুমার-সম্ভব পাঠের বাসনা উদ্দীপিত হইলেই আমার পরিশ্রমের চরিতার্থতা।

ছন্দ ও অলঙ্কার কাব্যের প্রধান সম্পদ্। কথা-সাহিত্য বা গল্পে তাহা থাকে না; স্বরূপতঃ উভয়ই ভিন্ন পদার্থ। বর্ত্তমান সময়ে 'কাব্যামৃত-রসাস্বাদ' করিবার পাঠক বিরল হইলেও, তরুণদের ভিতর গল্পের রসাস্বাদ করিবার প্রবৃত্তি অনেকেরই আছে। কুমার-সম্ভবের দুই একটী সর্গ কদাচিৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যাংশ-স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হইলেও কেবলমাত্র সংস্কৃত-সাহিত্যাধ্যায়ী ব্যতীত ইহার রসাস্বাদে অনেক উচ্চ-শিক্ষিত ব্যক্তিও বঞ্চিত। এজন্য আমার অবলম্বিত অংশে যাহাতে মহাকবির প্রায় সকল ভাবেরই সারাংশ অবিকৃত থাকে, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা হইয়াছে; তবে গল্পের আকারে পরিণত করিতে গিয়া কতিপয় স্থলের বহুবিস্তৃত আলঙ্কারিক বর্ণনা আমি অনিচ্ছায় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছি, কিন্তু অধুনাতন প্রচলিত গ্রাম্য ভাষার ব্যবহারে কবির ভাষার প্রসাদ-গুণ খর্ব্ব করা আদৌ সমীচীন মনে করি নাই। যে যে স্থল ব্যাখ্যা দ্বারা সহজবোধ্য হইতে পারে মনে হইয়াছে, সেই সেই স্থল ভিন্ন কোন অংশ বৃথা পল্লবিত করিতেও চেষ্টা করি নাই। সার বিষয় অনাড়ম্বরে প্রকাশের চেষ্টাতেই ভাষার সৌন্দর্য্য রক্ষিত হয়—'মিতং চ সারং চ বচো হি বাগ্মিতা।' সহৃদয় পাঠকগণ ইহাকে কুমার-সম্ভবের সংক্ষিপ্ত বাঙ্গালা ব্যাখ্যা-ভাবেও গ্রহণ করিতে পারেন।

হিমালয়ের বিনয়-সৌজন্য, শিবের ভোগ-সুখে ঔদাসীন্য এবং গৌরীর ব্রত-পালনাদিতে কঠোর সংযম, যাহা এখনকার সমাজে বিলুপ্তপ্রায় হইতে চলিয়াছে—মহাকাব্যের অন্তর্নিহিত এই স্বতঃপরিস্ফুট প্রাচীন শিষ্টাচারগুলিকে লোকচক্ষুর বিষয়ীভূত করাই এই পুস্তকের প্রধান

উদ্দেশ্য এবং তাহাই সহৃদয় পাঠক-সমীপে উপস্থাপিত করিয়াছি। এজন্য পঞ্চম সর্গ পর্য্যন্ত অনুসরণেই আমার উদ্দেশ্য সফল হইতে পারিত, কিন্তু প্রাচীন প্রথার প্রতি সশ্রদ্ধ হইয়া বিবাহান্তে হর-গৌরীর মিলন পর্য্যন্ত আমি ইহাতে সন্নিবিষ্ট করিয়া দিলাম। এরূপ একখানি মহাকাব্যের সার সঙ্কলন করিতে গিয়া আমার ন্যায় ক্ষুদ্র লেখকের পদে পদে ভ্রম-প্রমাদের অধীন হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। পাঠকগণ কৃপা করিয়া নিজগুণে সকল ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন এবং ঐগুলি আমাকে জানাইয়া দিবেন, আমি পরবর্ত্তি-সংস্করণে সংশোধন করিতে যত্নবান্ হইব।

গৌরী, পার্ব্বতী, হৈমবতী প্রভৃতি প্রত্যয়াত্মক নাম সচরাচর প্রচলিত থাকিলেও, গিরিরাজ-কুমারীর মাতৃদত্ত নাম 'উমা'। 'উমেতি মাত্রা তপসো নিষিদ্ধা পশ্চাদুমাখ্যাং সুমুখী জগাম।'—গিরিজা মাতা কর্তৃক তপস্যায় নিবারিত হওয়ার জন্য যৌবনের প্রারম্ভে ঐ নামে অভিহিতা হইয়াছিলেন। কিন্তু অন্যত্র দেখিতে পাই, (১ম সর্গ, ৪৩ শ্লোক) কবি তাঁহার তপস্যায় রত হইবার পূর্ব্ববর্ত্তি-কালের রূপ বর্ণন করিতে গিয়া বলিয়াছেন—'উমামুখন্তু প্রতিপদ্য লোলা দ্বিসংশ্রয়াং প্রীতিমবাপ লক্ষ্মীঃ।' পরবর্ত্তী কবিগণের মতেও তাঁহার শৈশবেই 'উমা' নামকরণ হইয়াছিল। 'গিরি, আর আমি পারি না হে প্রবোধিতে উমারে।'...ইত্যাদি সর্ব্বজন-বিদিত গানে তাহা পরিস্ফুট। এজন্য আমি প্রথম হইতেই 'উমা' নাম গ্রহণ করিতে কোনরূপ সংশয় করিলাম না। স্থাবর-জঙ্গমাত্মক-ভেদে হিমালয়ের দুইটী রূপ মহাকবি কল্পনা করিয়াছেন, এই পুস্তকেও তাহাই অনুসৃত হইয়াছে।

১৩২৯ বঙ্গাব্দে এই পুস্তকের প্রথম সাতটী পরিচ্ছেদ 'উমা'-শীর্ষক

প্রবন্ধাকারে প্রথমে 'এডুকেশন গেজেটে' কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। এতদিন ইহা সম্পূর্ণ করিতে পারি নাই। মাদৃশ অকিঞ্চন জনের মনোরথ যে উথানের সঙ্গে সঙ্গে স্বতঃই হৃদয়ে লীন হইয়া থাকে, তাহা ত নূতন কথা নহে। সম্প্রতি কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ এল্‌ম প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ মিত্র মহাশয়ের আগ্রহে ইহা সম্পূর্ণ হইয়া প্রতিপাদ্য-বিষয়ানুরূপ 'হর-গৌরী' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। মৌখিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার প্রতি আমার কর্ত্তব্য শেষ হইবার নহে। বীরভূম জেলার বসোয়া-নিবাসী সুপণ্ডিত বন্ধুবর শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ কাব্য-পুরাণতীর্থ মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া প্রুফ দেখিবার ভার লইয়া ইহার অনেক স্থল পরিশোধন করিয়া দিয়াছেন, এজন্য এই সদাশয়-দ্বয়ের নিকট আমি কৃতজ্ঞ রহিলাম। কিমধিকমিতি। শুভ আশ্বিন, ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ।

ঝাঁপড়দহ ডিউক ইনষ্টিটিউশন্,
পোঃ ডোমজুড় (হাওড়া)।

শ্রীভুজঙ্গভূষণ শর্ম্মা





হর-গৌরী

১

পুণ্যভূমি ভারতের উত্তরে গিরিরাজ হিমালয় বিরাজ করেন। পর্ব্বতগণের মধ্যে ইঁহার প্রতাপের তুলনা নাই। দেহে যেমন ধরণী-ধারণের বিপুল শক্তি, তেমনি রত্ন-মাণিক্যেও তাঁহার ভাণ্ডার অফুরন্ত। অমরগণের যখনই যাহা-কিছুর প্রয়োজন হয়, সে সমস্ত ইনিই দিয়া থাকেন। যজ্ঞের সোমলতাও ইঁহার নিকট ভিন্ন অন্য কোথাও অনায়াস-লভ্য নয়। নিজ ঐশ্বর্য্য-বিতরণে গিরিবর সর্ব্বদা মুক্তহস্ত। এইরূপ নানাগুণের আধার বলিয়া বিধাতা তাঁহার যজ্ঞভাগ-প্রাপ্তির ব্যবস্থা করিয়া দিয়া, পর্ব্বত-সমূহের আধিপত্য-দ্বারা তাঁহাকে সম্মানিত করিয়াছেন।

মেনকা হিমালয়ের মহিষী। রূপে গুণে ইনি গিরিরাজের অনুরূপ গৃহিণী। কন্যা উমা তাঁহাদের এক-

মাত্র প্রাণের ধন। মাতাপিতার যত-কিছু আনন্দ-সুখ, তাহা এই কন্যাটীকে লইয়া; যত অপত্য-স্নেহ, সব এই কন্যাটীর উপর।

উমার অপরূপ রূপরাশি তাঁহাদের গৃহখানিকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। তাহার গোরোচনা-রাগ-তুল্য অঙ্গ-লাবণ্য, মৃণাল-নিভ সুকুমার বাহুদু'টী, চম্পক-কলিকার মত করাঙ্গুলি; কুরঙ্গীর আঁখির সদৃশ আয়ত আঁখি; মুক্তার তুল্য দন্ত-পঙ্‌ক্তির আভা—দেখিলেই সকলে মোহিত হয়; হৃদয়ে স্নেহধারা উথলিয়া উঠে। একটী কথায় বলিতে হয়, সৌন্দর্য্যের ষোলকলা উমার দেহখানিকে সর্ব্বপ্রকারে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। হিমালয় ও মেনকা কন্যার চন্দ্রানন দেখিয়া সারাটি দিন বড়ই আনন্দে যাপন করেন; নিশায় শয্যাপার্শ্বে বসিয়া কন্যার অপরূপ সুপ্তি-লাবণ্যে মোহিত হন।

শুক্লপক্ষের চন্দ্র-লেখার মত কন্যা যত বড় হইতে থাকে, মাতাপিতার আনন্দ ততই উথলিয়া উঠে; হৃদয়ের আশা-লতা ততই পল্লবিত হয়। ক্ষণেকের তরে প্রাণের ধন কন্যাটীকে না দেখিলে তাঁহাদের প্রাণ আকুল হয়। উমার অমিয়-মধুর-স্বরে তাঁহাদের হৃদয় যেন অমৃত-রসে প্লাবিত হইয়া যায়।

ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে উমা বালিকাসুলভ চাঞ্চল্যের সহিত অধিকতর প্রভাবতী হইয়া উঠিল। তাহার কমনীয় দীর্ঘ চিকুররাজি বেণী-বদ্ধ হইয়া নীলকান্ত মণির আভাকেও পরাজয় করিতে লাগিল।

গিরিকুমারী এখন মন্দাকিনীর সৈকতে বসিয়া সখীদের সঙ্গে মনের আনন্দে পুতুল-খেলা করে। পুতুলেরই শিব-সতী সাজাইয়া বিবাহ-উৎসবে মত্ত হয়। বাল্যের এই খেলা-ধূলাতেই তাহার ভাবী জীবনের আভাস দেখা যাইতে লাগিল। কন্যা কবে গৃহিণীপদে আসীনা হইয়া কোন্ ভাগ্যবানের গৃহ অলঙ্কৃত করিবে—রূপে গুণে অনুরূপ কোন্ পুরুষবরের করে কন্যাদান করিবেন, মাতাপিতা এ ভাবনাও এক একবার ভাবিয়া থাকেন।

একদিন নারদ ঋষি নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে হিমালয়ের রাজধানীতে আসিয়া কথা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন,—"গিরিরাজ, তোমার এই কন্যা সাক্ষাৎ ঈশ্বরী। ইনি জন্মগ্রহণ করিয়া তোমার কুল পবিত্র করিয়াছেন। ভগবান্ শঙ্কর ইহার পতি।"

এই সৌভাগ্যের আশা হৃদয়ে ধরিয়া পর্ব্বতরাজের দিনগুলি বেশ চলিয়া যাইতেছিল।

২

দক্ষযজ্ঞে সতীর দেহত্যাগের পর শঙ্কর নিরতিশয় উন্মনা হইয়া রহিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার মুখকান্তি যোগানন্দ-প্রভায় সর্ব্বক্ষণ উজ্জ্বলই রহিয়াছে; শোকের ছায়া পড়িয়া তাহা ম্লান হইয়া যায় নাই। শোক-তাপের অতীত আনন্দময় মহাপুরুষের হৃদয়ে বিষাদ কখনও স্থান পায় না। সতী যে তাঁহার অসীম বিরাট্‌রূপে মানস-নেত্রে উপলব্ধ হইতেছেন। বিশ্বের প্রতি পরমাণুতে তিনি আজ সতীর সত্তা অবলোকন করিতেছেন। ত্রিজগৎ তাঁহার নিকট সতীময়। শঙ্কর নির্ব্বিকার!

কিন্তু হায়! মহেশের কৈলাস-ভবন যে আজ শূন্য! পশু-পক্ষীও সে স্থানে গমনাগমনে বিরত হইয়াছে। স্থানে স্থানে কীট-পতঙ্গ আশ্রয় লইয়া উহা আবর্জনায় পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। তৈজস-পাত্রগুলি বিপর্য্যস্তভাবে পড়িয়া রহিয়াছে; মার্জনার অভাবে সেগুলি এখন বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। এক সতীর অভাবে দশ দিক্ শূন্যময়! হিমাদ্রির হিমকণাসিক্ত পবনও যেন সেথানে দীর্ঘশ্বাস

মোচন করিতেছে। পিনাকীর ললাটস্থ চন্দ্রলেখার রশ্মিও মন্দীভূত হইয়া পড়িয়াছে।

সতী নাই ; আর প্রভাতে বিল্ববৃক্ষমূলে অজিন আস্তীর্ণ করিয়া যোগেশের জন্য আর কাহাকেও যোগাসন রচনা করিতে দেখা যায় না। মধ্যাহ্নে বিল্বদল ও দূর্ব্বাক্ষতের সহিত ধুস্তুর কুসুম-যোগে অর্ঘ্য-রচনা করিতেও আর কেহ ব্যগ্র হয় না। সায়াহ্নে অগুরু-ধূপের দিব্য গন্ধ ও মঙ্গল শঙ্খধ্বনিও আর তথায় উত্থিত হয় না।

হায়! অন্নপূর্ণার অভাবে কে-ই বা যথাকালে সুধা-স্বাদু অন্ন-ব্যঞ্জন দিয়া যতিবরের তৃপ্তি-সাধন করিবে? নিরাহারেই মহেশের দিনগুলি চলিয়া যাইতেছে। নন্দীকেশ্বর-প্রমুখ অনুচরগণ শোকে ম্রিয়মাণ হইয়া যথা-তথা দেহ লুণ্ঠিত করিতেছে। সিংহ এবং বৃষভ একযোগে অনুক্ষণ শৈল-শিখর কম্পিত করিয়া ভীম আর্ত্তনাদে গগন বিদীর্ণ করিতেছে।

কৈলাসের সকল স্থানই শ্রীহীন। তথায় কেমন এক নিঝুম নিরানন্দ-ভাব দেখা দিয়া আসন্ন-প্রলয়ে ধরণীর রসাতলে যাইবার মত ভয়াবহ দশার সূচনা করিতেছে। নিত্য উৎসব-ময় স্থানগুলিতে আজ দারুণ হাহাকার! কোথাও শিঙ্গা-ডমরুর তালে তালে বীণা-মুরজের মধুর

নিক্কণ শ্রুত হয় না। কিন্নর-কিন্নরীদের অমৃতস্রাবী সংগীতও আর শুনা যাইতেছে না। তরু-লতা প্রাণহীন বলিয়া অনুমিত হইতেছে। সতীর সযত্ন-রোপিত আশ্রম-তরুগুলিও আর ফল-ফুলে সুশোভিত নাই। হায়! এককালে যেথায় ছয়টী ঋতুর উপভোগ্য লোধ্র, কুন্দ, কুরবক, শিরীষ, নীপ প্রভৃতি প্রসূন-চয় একযোগে বিকসিত হইয়া অভ্যাগত-জনের প্রাণে আনন্দধারা বর্ষণ করিত, বন্য গুল্ম-লতায় তাহার অনেকাংশ এখন লোকের অগম্য হইয়া উঠিয়াছে। ভ্রমরের গুঞ্জন এবং শিখিকুলের কেকারবে যে-স্থান নিয়ত মুখরিত হইত, তাহা এখন নীরব—নিষ্পন্দ! সেই তমাল-তলের ক্রীড়াভূমি, সেই মাধবীমণ্ডপ—সবই রহিয়াছে বটে, কিন্তু সতীর সখীরা আর সে-দিকে আইসে না।

রক্তাশোক আর বিকসিত হয় না, তাহার বৃক্ষমূল সতীর পাদস্পর্শ-হীন। বকুল-শাখা দীর্ঘকাল অপুষ্পা থাকিয়া শুকাইয়া মরিতেছে। সহকার-শাখায় মুকুল উদ্গত হইয়া আর নব-বসন্তের সূচনাও করে না; কোকিল-কোকিলার পঞ্চম-তানে কৈলাসের বনভূমিও আর ঝঙ্কৃত হয় না। নন্দা, অলকনন্দা প্রভৃতি স্বর্ণদীদের রাজত-স্রোতঃ ম্লান; তাহারা এখন শীর্ণতোয়া।

সতীর স্নানীয় উপকরণ ও কুঙ্কুমরাগ তাহাদের পূত বারিকে আর সুবাসিত এবং রঞ্জিত করে না!

মহাদেব কৈলাস হইতে দূরে হিমাদ্রির এক প্রান্তে গিয়া স্তিমিত-নেত্রে তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন।

৩

শিব-শক্তির মিলন ব্যতীত ত্রিলোকের সকল দেব-কার্য্যই বিফল হইতেছে। মেঘ যথাকালে বারি-বর্ষণে বিরত হওয়ায়, ধরণী শস্যহীনা হইয়াছেন। নদ-নদীর স্রোতঃ মন্দীভূত হইয়া গিয়াছে। কপিলা দুগ্ধধারা-প্রদানে বিমুখ হইয়াছেন। স্নেহ, দয়া, প্রীতি, ভক্তি প্রভৃতি গৃহীর আশ্রম হইতে বিলুপ্তপ্রায়। কোথাও মঙ্গলের চিহ্নমাত্র পরিলক্ষিত হয় না। সর্ব্বত্র অন্নাভাব। পৃথিবীময় হাহাকার পড়িয়াছে! দান-ধর্ম্ম, আতিথেয়তা এবং যজ্ঞাদি সৎকর্ম্মের নামমাত্রও শ্রুত হইতেছে না।

স্বর্গপুরে দেবগণের প্রতি তারকাসুরের প্রবল অত্যাচার চলিয়াছে। মহাশক্তির তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে দেবগণও হতবীর্য্য; তাঁহারা সেই প্রবলপ্রতাপ দানবকে

দমন করিতে সমর্থ হইতেছেন না; তাহার নিরতিশয় পীড়নে সর্ব্বদা সশঙ্ক রহিয়াছেন। তপনদেবকে প্রখর কিরণ সংযত করিতে হইয়াছে। তাঁহার সহস্ররশ্মি হীন-প্রভ হওয়ায়, জগতের মঙ্গল সাধিত হইতেছে না। তারকের দীর্ঘিকা-সমূহে পদ্মপুষ্প বিকসিত করিবার জন্য অতি সামান্যমাত্র কিরণ তাঁহার অবশিষ্ট আছে। চন্দ্রও জগতে জ্যোৎস্না-ধারা বিতরণে বিরতপ্রায় হইয়াছেন। মহেশ্বরের ললাট-ভূষণ-স্বরূপ একটী মাত্র কলা এখন তাঁহার আছে; বাকীগুলি তারক অপহরণ করিয়াছে। পবনের প্রবল বেগ এখন খর্ব্বীভূত; তাঁহার আর স্বচ্ছন্দ-গতি নাই। তালবৃন্ত-সঞ্চালনে যতটুকু মৃদু বায়ুর সঞ্চার হইতে পারে, সভয়ে তাঁহাকে সেইরূপ মৃদুগতি হইতে হইয়াছে। ষড়্ ঋতু এখন উদ্যান-রক্ষী হইয়া ঐ দুর্দ্ধর্ষ দানবের জন্য পুষ্প-আহরণে রত। রত্নাকর তাহাকে রত্ন-সম্ভার উপহার দিতেছেন। নাগরাজ বাসুকি মাথার মণি দ্বারা তাহার পুরীতে নৈশ অন্ধকার দূর করিতেছেন। দেবরাজ বাসবও নন্দনকানন হইতে কল্পবৃক্ষের পুষ্প-রাশি উপহার দিয়া তাহার পরিতোষ-সাধনে ব্যস্ত। এমন কি, তাহার নিদ্রাকালে সুরবালাগণকেও চামর-বীজন করিতে হইতেছে!

নন্দন-কাননেরও আর তেমন শ্রী নাই। তারক তাহার বৃক্ষগুলিকে দিন দিন ছেদন করিয়া ফেলিতেছে। মেরু-পর্ব্বতের অত্যুচ্চ শৃঙ্গটীকে ভাঙ্গিয়া লইয়া সে নিজ প্রাঙ্গণে ক্রীড়া-শৈল প্রস্তুত করিয়াছে। ইন্দ্রের বেগবান্ প্রিয় অশ্ব উচ্চৈঃশ্রবাকে সে বলপূর্ব্বক করায়ত্ত করিয়াছে; আকাশে বিমানপথ রুদ্ধ করিয়া দেবগণের যথেচ্ছ-ভ্রমণেও বাধা দিতেছে। যজ্ঞাদি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান আরম্ভ হইলেই সে সদর্পে আসিয়া অগ্নিমুখ হইতেই যজ্ঞীয় হবি অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে!

চরম এ অত্যাচার। দেবগণ আর কত সহ্য করিবেন? সর্ব্বংসহা বসুন্ধরারও ইহা অসহ্য!

কিন্তু জগতে কিছুই ত স্থায়ী নয়—ইহারও পরিণাম আছে। ব্রহ্মার বরে প্রবল-প্রতাপ হইলেও অত্যাচারীর দমন আছে। দাহিকা-শক্তি যতই তীব্র হউক না কেন, অগ্নিকেও নির্ব্বাপিত করিবার উপায় আছে।

ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ ইহার আশু প্রতীকারের জন্য ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। এ সঙ্কটে ব্রহ্মার শরণ-গ্রহণ ভিন্ন আর কি উপায় আছে?

৪

দেবগণ বিরাট্-পুরুষ ব্রহ্মার চরণে প্রণত হইয়া স্তুতি আরম্ভ করিলেন। পদ্মযোনির পদ্মাসন টলিল। ধ্যানে বিরত হইয়া তিনি দেবগণকে সাদর অভ্যর্থনা-সহ কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় আপ্যায়িত করিলেন।

ব্রহ্মা দেখিলেন, দেবগণের মুখমণ্ডলে আর তেমন প্রভা নাই—হিমক্লিষ্ট জ্যোতিষ্কের মত তাহা ম্লান দেখাইতেছে। বাসবের বজ্র নানাবর্ণের বিচিত্র আভা বিকিরণ করিত, আজ তাহা বিবর্ণ! মন্ত্রশক্তিতে রুদ্ধবীর্য্য সর্পের মত বরুণের নাগপাশও যেন কত নিশ্চেষ্ট—অসার! কুবেরের গদাটীও শাখাশূন্য বৃক্ষের মত ভূমিতে পতিত। যম ত গদা হস্তে করিয়া উদাসপ্রাণে ভূতলে কি লিখিতেছেন। সে গদাও নির্ব্বাপিত বহ্নির অঙ্গারবৎ নিস্তেজ! তেজঃ-সম্পদে আদিত্যগণের দিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপও যে সম্ভব হইত না, সেই তেজ এখন শৈত্যে পরিণত হইয়া দারুণ দশা-বিপর্য্যয়ের দ্যোতনা করিতেছে। মরুতের গতিও বিপর্য্যস্ত; বেগও স্তব্ধীভূত। একাদশ রুদ্রের জটাকলাপ

নিম্নগামী হইয়া চন্দ্ররেখান্বিত ললাটকে ঢাকিয়া ফেলিতেছে। তাঁহাদের দীর্ঘ হুঙ্কারও আর শুনা যাইতেছে না!

বিস্মিত হইয়া ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করিলেন—"অমরগণ! তোমরা পরম স্নেহভাজন, তোমাদের মলিন মুখ দেখিয়া আমার নানা সংশয় জন্মিতেছে। সকলে মিলিয়া আজ কেন আমার কাছে আসিলে বল। কোন প্রবল শত্রুর নিকট পরাজিত হইয়াছ কি? তোমাদের রাজ্যাধিকার কেহ বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লয় নাই ত? জগতের সৃষ্টিই আমার কাজ, তাহার পালনের ভার ত তোমাদেরই উপর।"

ইন্দ্রের সহস্র-নয়ন তখন বাষ্পাচ্ছন্ন; কণ্ঠরোধ হেতু তাঁহার উত্তর দিবার সামর্থ্য হইল না। তিনি বাগ্মিবর বৃহস্পতিকে দুঃখের কথা নিবেদন করিতে ইঙ্গিত করিলেন।

অগ্রসর হইয়া দেবগুরু বিনয়-নম্র-মুখে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—

"পিতামহ, আপনি মর্ম্মজ্ঞ এবং সর্ব্বজ্ঞ—জীবের হৃদয়গত পরমাত্মা। আপনার অবিদিত কিছুই নাই। অন্তর্য্যামীর নিকট প্রার্থনীয় কি থাকিতে পারে? যিনি অশেষ মঙ্গলের নিধান, তাঁহার কাছে কল্যাণপ্রার্থী হওয়াও নিষ্প্রয়োজন। তবে যখন অনুমতি করিয়াছেন,

তখন কিছু নিবেদন করিতেছি। আমাদের দুর্দ্দশার বিষয় যাহা ধারণা করিয়াছেন, তাহাই সত্য। আমাদের অধিকার শত্রুর করায়ত্ত। অন্তশ্চক্ষু আপনি যে ইহা পূর্ব্বেই বিদিত হইয়াছেন, তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। আপনার নিকট বর পাইয়া তারক দানব সপ্ত-লোকে যার-পর-নাই উৎপীড়ন করিতেছে। দেবগণ স্ব স্ব অধিকারভ্রষ্ট—এখন তাহারই অধীন। সূর্য্য, চন্দ্র, পবন, যম, বরুণ, এমন কি—দেবরাজ ইন্দ্র পর্য্যন্ত যে আজ তাহার সেবক! যজ্ঞাদি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান ত দূরের কথা, নির্ভয়ে আমরা এখন বৈধ-ধর্ম্মেরও আচরণ করিতে পাই না। স্বর্ণ-প্রসূ দেবভূমির সর্ব্বসম্পদ্ দানবে গ্রাস করিতেছে; হৃতসর্ব্বস্ব আমরা ইহার প্রতীকারের উপায় করিতে পারিলাম না! সান্নিপাতিক বিকারে বীর্য্যবান্ ঔষধও নিষ্ফল হয়, আমাদেরও সন্ধি, বিগ্রহ প্রভৃতি নানা উপায় ব্যর্থ হইয়াছে। পরাজিত অমরগণের এখন মরণই শুভ মনে হইতেছে। তাই প্রার্থনা করি, হে পিতামহ, আপনি এমন একজন সেনানী সৃষ্টি করিয়া দিন, যিনি সমস্ত দেব-সৈন্যের রক্ষক হইবেন; ইন্দ্র যেন তাঁহার বলে আশু ঐ দুর্দ্ধর্ষের উচ্ছেদ করিয়া বিজয়ী হইতে পারেন।”

দয়ার্দ্র হইয়া ব্রহ্মা গম্ভীরস্বরে বলিলেন—"হাঁ, সত্য বটে, তারক দানব আমার বরেই এত দর্পী। তাহার তীব্র তপস্যা-জনিত বিশ্বের ভীতি নিবারণের জন্য তাহাকে বর দিয়া শান্ত করার প্রয়োজন হইয়াছিল। অপাত্রে অর্পিত দৈব-শক্তির ফল এইরূপই বিরুদ্ধ হয়। তোমরা আরও কিছুকাল অপেক্ষা কর। এখন আমার দ্বারা উহার বিনাশ উচিত হয় না। স্বহস্তে রোপিত ও বর্দ্ধিত করিয়া বিষবৃক্ষকেও যে মারিতে নাই। তোমাদের ঈপ্সিত সেনানী আমার দ্বারা সৃষ্ট না হইয়া শিব-শক্তির অংশে জন্ম-লাভ করিবেন। পরমজ্যোতিঃ-স্বরূপ মহেশ্বর এখন যোগমগ্ন। গিরিরাজ হিমালয়ের তনয়া উমার সহিত মিলন ঘটাইয়া তোমরা তাঁহার সমাধি-নিশ্চল মনের গতি সংসারের দিকে প্রত্যাবর্ত্তিত করিতে প্রয়াসী হও। দক্ষ-যজ্ঞে দেহ-বিসর্জ্জনের পর শিবপত্নী হিমালয়-কন্যা উমারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহাদের ভাবী পুত্র কার্ত্তিকেয় দেব-সেনাপতি হইয়া দানব-দলনের জন্য যুদ্ধ করিবেন। তোমরা তখন বিজয়ী হইতে পারিবে। অতিদর্পের ফলে তারকও বিনষ্ট হইবে।"

দেবগণকে শান্ত করিয়া বিদায় দিবার পর ব্রহ্মা অন্তর্হিত হইলেন।

৫

দিনে দিনে কুমারী-সুলভ চাঞ্চল্য দূরে গিয়া উমার দেহে কৈশোর-লাবণ্য-বিকাশের সূচনা হইল। অঙ্গকান্তি অধিকতর কমনীয় হইবার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বজন্মের অর্জ্জিত জ্ঞান-নিচয় সংস্কার-বশে ধীরে ধীরে তাঁহাকে আশ্রয় করিল।

উমা এখন অরুণোদয়ের পূর্ব্বে পুষ্প চয়ন করেন; পূজার বেদী সম্মার্জিত করিয়া একাগ্রমনে শিবপূজায় রত হন। সখীদের সঙ্গে গঙ্গাতীরে গিয়া যোগমগ্ন মহেশ্বরকে দর্শন করেন। সমিধ্, কুশ, পুষ্প, চন্দন, দূর্ব্বা প্রভৃতি পূজার উপকরণ সযত্নে আহরণ করিয়া তাঁহাকে উপহার দিয়া আসেন।

গিরিরাজের ইহাতে অপার আনন্দ! উমা তাঁহার ভক্তিমতী কন্যা। ভবেশের করে তাহাকে অর্পণ করিতে পারিলে তাঁহার জীবন ধন্য হয়; কুলও পবিত্র হয়। উমাও মহেশে অনুরাগিণী। কন্যা ভবানী হইবেন, আর তিনি ত্রিলোচনের নমস্য হইবেন! অসঙ্গত এ উচ্চা-ভিলাষ। তথাপি নারদের কথা স্মরণ করিয়া তিনি

আশান্বিত হন। উমাকে লইয়া গিয়া গিরিশের হস্তে অর্পণ করিতেও তাঁহার এক এক বার ইচ্ছা হয়। কিন্তু সমাধিমগ্ন যোগেশ্বর যদি তাঁহার প্রার্থনায় মনোযোগ না দেন, তবে ত সকল আশা বিফল হইবে—ক্ষোভের সীমা থাকিবে না। এজন্য তিনি মনের গোপন কথা কাহাকেও না বলিয়া উমাকে সখীদের সঙ্গে গঙ্গাতীরে গিয়া সকল তপস্যার ফলদাতা শিবের আরাধনা করিতে অনুমতি দিয়াছেন।

হিমাচলের যে স্থানে শঙ্কর তপস্যায় নিরত, তাহা বড় মনোরম। দেবদারু বৃক্ষনিচয়কে অল্প অল্প কম্পিত করিয়া মৃদু-মন্দ সমীরণ তথায় প্রবাহিত। জাহ্নবী মৃদুতরঙ্গে সদা হাস্যময়ী। মৃগ-নাভির সৌরভে সে-স্থানের দশদিক্ আমোদিত—কিন্নর-কিন্নরীর সুললিত গানে মুখরিত ও প্রীতিপ্রদ।

প্রমথগণ তথায় শিলাজতুব্যাপ্ত শিলাতলে সারাদিন বসিয়া রহে। পরিধানে তাহাদের ভূর্জ্জ-বল্কল; সর্ব্বাঙ্গ মনঃশিলার রাগে চিত্রিত এবং কর্ণদ্বয়ে নমেরু-কুসুম শোভা পায়।

গিরিকুমারী সখীদের সঙ্গে প্রত্যহ এই স্থানে আসিয়া শিবের দেবদারু-মূলের বেদীটী মার্জ্জনা করিয়া

দেন ; কুশ-কুসুম, ও গঙ্গাজল আনিয়া দিয়া তাঁহার যথোচিত পরিচর্য্যাও করিয়া থাকেন।

ব্রহ্মানন্দে বিভোর শঙ্করের চিত্ত নির্ব্বিকার। কিশোরী গৌরীর এই ভক্তিপূর্ণ পরিচর্য্যার কোনরূপ প্রত্যাহার তিনি করিলেন না। দুর্ব্বল-চিত্তেরাই কামিনী-কাঞ্চনের মোহে আত্মহারা হয়, অথবা সংযমের অন্তরায় ভাবিয়া তাহা হইতে দূরে থাকিবার প্রয়াসী হয়। কিন্তু চিত্ত-ক্ষোভের কারণ থাকিতেও যাঁহারা নির্ব্বিকার থাকিতে পারেন, তাঁহারাই প্রকৃত ধীর। ভোগে উদাসীন শঙ্করের ভস্ম ও সুবর্ণে সমান জ্ঞান—পার্থিব সুখ-সম্পদ্ তাঁহার কাছে হেয়। দেব-রাজ্যে তাঁহার মত ধীর আর কে আছেন ?

৬

মন্মথের সাহায্যে ইন্দ্র শিবের সমাধি ভঙ্গে উদ্যত হইয়াছেন। ত্রিলোকের সর্ব্বত্র মন্মথের অব্যাহতগতি ; প্রভাবও তাঁহার অক্ষুণ্ণ। যোগ্য সখা বসন্ত তাঁহার সর্ব্বদা সহচর। কুসুম-ধনু আর পঞ্চ-পুষ্পের পঞ্চ বাণ তাঁহার

অব্যর্থ অস্ত্র। ইহার প্রভাবে তিনি বহুবিজয়ী। তাঁহার বলেই ইন্দ্রের পদ নিষ্কণ্টক। ইন্দ্রত্ব-কামনায় যে-কেহ তপস্যা করিবার উদ্যম করিয়াছে, মদন তখনই তাহা ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন। মদন ভিন্ন ইন্দ্রের তেমন সহায় আর কেহ নাই। কিন্তু দেবরাজ ভাবিলেন না যে, শুধু স্বার্থ-সিদ্ধির আশায় যাহাদের তপস্যা, মদনের শক্তি তাহাদেরই সাধনা পণ্ড করিতে সমর্থ নিষ্কাম ধীর-পুরুষের নিকট তাঁহার যে নিত্য পরাজয়! পরাক্রম প্রবল হইলেও তাহা যতাত্মা তপোধনদিগের নিকট তুচ্ছ, যোগেশ্বর শিবের নিকট যে অতিতুচ্ছ, তাহার ত কথাই নাই।

স্মরণ করিবামাত্র মদন পুষ্পধনু স্কন্ধে করিয়া সখা বসন্তের সহিত ইন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহার ধনুর কোটি নারীগণের ভ্রূ-লতার মত সুন্দর। বসন্তের হস্তে রহিয়াছে তাঁহার অব্যর্থ একটী বাণ—চূতাঙ্কুর।

দেবগণের মধ্যে মদনের প্রগল্‌ভতা কিছু অধিক। ইন্দ্রের নিকট সমাদরে আসন-গ্রহণের অনুমতি পাইবামাত্র নিঃসঙ্কোচে তিনি বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন,—

"দেবরাজ, অধীনকে স্মরণ করায়, সে কৃতার্থ হইয়াছে। এখন আজ্ঞা প্রদান করিয়া আপনার এই স্মরণ-জনিত অনুগ্রহ বৃদ্ধি করুন—কোন্ কার্য্য এক্ষণে

সম্পন্ন করিয়া আপনাকে সুখী করিতে হইবে? আপনার কোন্ শক্রর ধর্ম্ম, অর্থ—দুই-ই আমায় বিনষ্ট করিতে হইবে, তাহা জানিতে পারিলেই চরিতার্থ হইব। যদি কোন অধম ব্যক্তি স্বর্গ-রাজ্যের অধীশ্বর হইবার জন্য তপস্যার দ্বারা আপনাকে ক্ষুব্ধ করিয়া থাকে, তবে আমি এই দণ্ডেই শরাসনে শরসন্ধান করিয়া তাহাকে আপনার বশে আনিব। আর যদি কেহ আপনার অনুমতি ব্যতীত সংসারমুক্ত হইতে অভিলাষী হইয়া তপস্যায় রত থাকে, তবে আমি তাহাকে স্ত্রী-জাতির মোহে অভিভূত করিয়া ভগ্নসঙ্কল্প করিতে অগ্রসর হইব। অনুরাগ আমার বিশ্বস্ত দূত। ইহার সহায়তায় আমিও বিশ্ববিজয়ী। আমি স্পর্দ্ধা করিয়া একথা বলিতে পারি যে, পরমনীতিজ্ঞ জনেরও আমার হস্তে নিস্তার নাই। অতএব হে বীর, আপনি নিশ্চিন্তমনে বিশ্রাম করিতে থাকুন; আপনার বজ্রও বিশ্রাম লাভ করুক। জানিবেন, শুধু আপনার কৃপায় আর সখা বসন্তের সহায়তায় পুষ্পধনুর্ধারী হইয়াও আমি পিনাকপাণি হরের পর্য্যন্ত ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইতে পারি, অন্য ধনুর্দ্ধর ত কোন্ ছার!"

একটা আশ্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে ইন্দ্র বলিলেন,—

"তোমার বল-বীর্য্য আমি ত জানি সখা, সেই জন্যই ত সঙ্কটে পড়িয়া তোমায় স্মরণ করিয়াছি। আমার সহায় বলিতে এই বজ্র আর তুমি। বজ্র তপোধনদিগের নিকট নিষ্ফল; তুমি সকল স্থলেই অব্যাহত। আমার অব্যর্থসন্ধান মহাস্ত্র বলিতে তুমিই আছ। এখন যাহা যাহা বলিলে, তাহার সমস্তই তোমাতে সম্ভব। বিশেষতঃ 'হরেরও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইতে পারি'—এই কথাতেই আমি প্রায়ই সফলকাম হইলাম মনে করিতেছি। এখনকার কাজও তোমার তাই। সে-কথাটি স্বতঃই তোমার মুখ হইতে বাহির হইয়াছে। তথাপি কাজটি ভাল করিয়া শুন। এক্ষণে প্রবল শত্রু তারকাসুর আমাদের স্বর্গরাজ্যে কিরূপ অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছে, দেখিতেছ ত? অমরগণ বড়ই বিপন্ন। দেব-ভূমিকে নিরাপদ করিবার জন্য তাঁহাদের সকল প্রয়াস নিষ্ফল হইয়াছে! এখন তাঁহারা দানব-দলন-জন্য শিব-পুত্রকে সেনাপতিরূপে পাইতে চাহেন। শিব এখন যোগমগ্ন; পরমতত্ত্বে তাঁহার চিত্ত লীন। তোমার সম্মোহন-বাণে তাঁহার যোগভঙ্গ কর এবং হিমাদ্রি-কন্যা উমা যাহাতে তাঁহার মনোহারিণী হন, সে বিষয়ে তুমি সচেষ্ট হও। পূর্ব্বজন্মে ইনিই তাঁহার পত্নী ছিলেন, এ কথা হরও জানেন; বিধাতাও আমাদিগকে

বলিয়া দিয়াছেন। সেই উমা প্রত্যহ তপোবনে আসিয়া শিবের পরিচর্য্যাও করিয়া থাকেন। আমার গুপ্ত-দূতী অপ্সরাদের মুখে ইহা শুনিয়াছি। অতএব এই সুযোগে তথায় গিয়া নিজ কার্য্য সাধন কর। দেবগণ আজ তোমার নিকট প্রার্থী। কাজটীও ত্রিলোকের পক্ষে অতিশয় কল্যাণকর; অথচ নিষ্ঠুরতার লেশমাত্র ইহাতে নাই।”

গর্ব্বে মদনের বক্ষঃ স্ফীত হইয়া উঠিল। ‘আপনার আদেশ মাথায় করিয়া লইলাম’—বলিয়া তিনি সানন্দে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। দেবরাজও তাঁহার মস্তকে সাদরে হস্তার্পণ করিয়া যথেষ্ট প্রীতি দেখাইতে কিছুমাত্র ত্রুটি করিলেন না।

‘প্রাণপণে আপনার কার্য্য সাধন করিব’—বলিয়া মদন প্রস্থান করিলেন এবং সংযমী মুনিগণের তপস্যার বিরোধী সখা বসন্তকে সঙ্গে লইয়া শিবের যোগাশ্রমের দিকে যাত্রা করিলেন।

৭

মহেশ্বরের আশ্রম-সন্নিধানে অকালে বসন্তের প্রাদুর্ভাব দেখা গেল। তপনদেব দক্ষিণায়ন হইতে অকস্মাৎ উত্তরায়ণে যাত্রা করিলেন। তখন দক্ষিণদিক্ হইতে মলয়ানিল প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। অশোক-তরুগুলি নব-কিশলয়ে শোভিত হইয়া প্রসূনচয় প্রসব করিতে সংপ্রবৃত্ত। সমগ্র বনভূমি চূত-মুকুলের সুবাসে আমোদিত। নানাস্থানে বিকসিত পলাশ-পুষ্পে তাহার শোভাও পরমরমণীয়।

মদোদ্ধত হরিণেরা পিয়াল-মঞ্জরীর পরাগে দৃষ্টি-হারা হইয়া তখন চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছে। ভ্রমর-ভ্রমরী একই কুসুমদলে বসিয়া একত্র মহানন্দে মধুপানে বিভোর। কৃষ্ণসার, স্পর্শসুখে নিমীলিত-লোচনা মৃগীর গাত্র শৃঙ্গ-দিয়া কণ্ডূয়ন করিয়া দিতে অতিশয় ব্যস্ত।

কন্দর্প নিজ পুষ্পময় শরাসনে জ্যা-রোপণ করিয়া রতির সহিত সদর্পে তপোবনে প্রবেশ করিবামাত্র স্ত্রী, পুরুষ—প্রত্যেকে পরস্পর অনুরাগভরে আকৃষ্ট হইয়া

উঠিল। তরুসকল শাখাবাহুর দ্বারা লতার সহিত মিলনা-বদ্ধ হইল!

আশ্রমে আশ্রমে তাপসগণ প্রকৃতির এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনে চমকিত হইলেন। অসময়ে এই বসন্তের অভ্যুদয় নিশ্চয় স্থায়ী হইবে না ভাবিয়া যদিও তত বিচলিত হইলেন না, তথাপি আশু চিত্ত-বিকারের কারণগুলিকে পরিহার করিতে অধিকতর প্রযত্ন করিতে লাগিলেন।

অসময়ে প্রকৃতির এরূপ বিপরীত লীলা। চারিদিকে কিন্নর-কিন্নরীর সুশ্রাব্য সংগীতালাপ—কোকিলকুলের পঞ্চম তান; আর চূত-মুকুলের সুগন্ধে মুগ্ধ ভ্রমর-নিকরের মধুর গুঞ্জন। ত্রিলোচনের ইহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। সহস্র প্রলোভন বা বিঘ্ন কখনও সংযমীর সাধনা পণ্ড করিতে পারে না। সমাধিস্থ থাকিয়া তিনি ব্রহ্মানন্দে বিভোর। মস্তকে তপস্বীর অভীষ্ট চিহ্ন জটাজাল; সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি এবং ললাটে চন্দ্রকলা ধারণ করিয়া তিনি যোগপট্টে সমাসীন।

আশ্রম-প্রান্তস্থ লতা-মণ্ডপের দ্বারে হেমবেত্র-হস্তে নন্দী দণ্ডায়মান; প্রমথগণকে ঈষৎ চঞ্চল দেখিয়া ওষ্ঠে অঙ্গুলি-ক্ষেপণের ইঙ্গিত দ্বারা সতর্ক করিতেছেন।

নন্দীর শাসনে তরুসমূহ নিস্পন্দ; অলিকুল নিশ্চল

এবং পক্ষিগণ নীরব হইল। হরিণেরাও ক্রীড়া ছাড়িয়া বেশ শান্ত হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে সমগ্র তপোবনটী একখানি চিত্রপটের মত স্থিরভাব ধারণ করিল।

উদ্ধত মনোভব বুঝিলেন না যে, তাঁহার চরমকাল সমুপস্থিত। অথবা বিনাশকালে বুদ্ধি-বিপর্য্যয় কে-ই বা বুঝিতে সমর্থ হয়? তিনি এখন নন্দীর তীব্র দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া সুর-পুন্নাগ বেষ্টিত মহেশের তপস্যা-ক্ষেত্রে নির্ভয়ে অগ্রসর হইয়াছেন।

মদন দেখিলেন, দেবদারুমূলে দিব্য বেদীর উপর পিনাকী যোগমগ্ন। তিনি বীরাসনে সমাসীন। তাঁহার ত্রিনয়ন ঈষৎ স্তিমিত হইলেও নির্ব্বাত স্থলের নিষ্কম্প দীপ-শিখার মত প্রভান্বিত। দেহের উর্দ্ধভাগ নিশ্চল। স্কন্ধদ্বয় ঈষৎ অবনমিত। উত্তান হস্তদুইখানি তাঁহার ফুল্ল অরবিন্দের শোভা ধরিয়া রহিয়াছে। মস্তকের জটাকলাপ ভুজঙ্গ-পাশবদ্ধ। • কর্ণে দ্বিগুণিত অক্ষসূত্র। কৃষ্ণসার-চর্ম্ম গ্রন্থিবদ্ধ হইয়া স্কন্ধে লম্বমান। অক্ষির ভ্রূ-বিক্ষেপ তাঁহার একান্ত উদাসীন; কখনও বা নিশ্চল পক্ষ্ম-পঙ্‌ক্তি ভেদ করিয়া ঈষৎ প্রকাশমান তিনটী নয়নতারা হইতে দিব্যজ্যোতিঃ স্ফুরিত হইয়া নাসাগ্রে প্রতিফলিত হইতেছে। প্রাণায়ামে দেহের পঞ্চ বায়ু রুদ্ধ করিয়া বর্ষণহীন মেঘের

মত গম্ভীরমূর্ত্তি যোগেশ যেন আপনার ধ্যানে আপনি সন্নিবিষ্ট। সমাধি-বশে দেহস্থ নবদ্বারের গতি রুদ্ধ করিয়া আপন আত্মাতেই হয়ত তিনি পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

অক্ষুব্ধ-সাগরের মত নিশ্চল সেই মূর্ত্তিখানি দূর হইতে লক্ষ্য করিয়া কন্দর্প স্তম্ভিত হইলেন; তাঁহার হস্তদ্বয় শিথিল হওয়ায়, ধনুঃশর ভূতলে পড়িয়া গেল!

এমন সময়ে নবযৌবনে নমিতাঙ্গী, অশোক কর্ণিকার প্রভৃতি বসন্ত-কুসুমে সুসজ্জিতা উমা, বালার্ক-বর্ণের এক-খানি সাড়ী পরিয়া মদনের হৃত-শক্তিকে যেন পুনরুদ্দীপিত করিতে করিতে নবকিশলয়-শোভিতা পল্লবিনী লতাটীর মত, দুইজন সখীর সঙ্গে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রোণী হইতে তাঁহার কেশর-মালার কাঞ্চীদাম পুনঃ পুনঃ স্রস্ত হইয়া যাইতেছে। নিশ্বাসের সৌরভে মুগ্ধ একটী ভ্রমর তাঁহার বিম্বাধরের নিকট উড়িতে থাকায়, তিনি হস্তধৃত লীলা-কমল-দ্বারা তাহাকে বার বার নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন।

পার্ব্বতীকে বেশ-ভূষায় এরূপ মনোহারিণী হইয়া আসিতে দেখিয়া মদনের হৃদয়ে নবোদ্যমের সঞ্চার হইল। পুনরায় তিনি মহাদেবের চিত্ত জয় করিতে

সচেষ্ট হইলেন। দুর্ভাগ্য-হেতু বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না যে, এরূপ বিভিন্ন-প্রকৃতির স্ত্রী-পুরুষের মিলন কত অস্বাভাবিক!

মহেশ্বর তখন পরমজ্যোতিঃ-স্বরূপ পরমাত্মাকে ধ্যানে উপলব্ধি করিতেছিলেন। সেবাভিলাষিণী উমা আশ্রমের দ্বারদেশে আসিবামাত্র তিনি অকস্মাৎ তাহা-হইতে বিরত হইলেন। তাঁহার বীরাসন শিথিল হইল। ধীরে ধীরে তিনি দেহের রুদ্ধ বায়ু ত্যাগ করিতে লাগিলেন।

নন্দী আসিয়া গৌরীর আগমন-সংবাদ নিবেদন করিলে, শঙ্কর তখনি ভ্রূভঙ্গী-সঙ্কেত-দ্বারা তাঁহাকে প্রবেশ করাইবার অনুমতি দিলেন।

প্রসন্নমুখে গৌরী আসিয়া গিরিশের পদপ্রান্তে প্রণিপাত করিলেন। তাঁহার সখীরাও প্রণত হইয়া বাসন্তিক পুষ্প-পল্লব উপহার দিল। প্রণাম-কালে গৌরীর কর্ণ-হইতে নবপল্লব এবং অলক-হইতে নবকর্ণিকার-কুসুম বিচ্যুত হইয়া অলক্ষ্যে অর্ঘ্য-স্বরূপ মহেশের চরণ-সমীপে নিপতিত হইল।

পশুপতি প্রসন্ন হইয়া 'অনন্যাসক্ত পতি লাভ কর'—এই আশীর্ব্বাণী দ্বারা তখন গৌরীকে আপ্যায়িত করিলেন। এই আশীর্ব্বাদের ফলে গৌরী উত্তরকালে সফল-মনোরথ

হইতে পারিয়াছিলেন। মহাপুরুষের বাণী কখনই বিফল হয় না। আশুতোষ প্রসন্ন হইলে আশু অভীষ্ট-সিদ্ধি হইয়া থাকে। তাই ভারতে আজিও কুমারীগণ অনুরূপ পতিলাভ-কামনায় নিত্য শিবপূজা-ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

উমা মন্দাকিনী-সলিল-জাত পদ্মবীজ রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া আশুতোষের জন্য একগাছি জপের মালা গাঁথিয়া আনিয়াছিলেন। এই সময় তাহা নিজ তাম্রোজ্জ্বল-করে ধারণ করিয়া ভক্তিভরে পশুপতির করে অর্পণ করিলেন।

বহ্নিমুখে ধাবমান পতঙ্গের মত ক্ষীণায়ুঃ মদন অনেক-ক্ষণ হইতে শর-সন্ধানের প্রতীক্ষায় মৃত্যুঞ্জয়ের দিকে চাহিয়া মৌর্ব্বী আকর্ষণ করিতেছিলেন। পার্ব্বতীর প্রদত্ত মালা-গাছটী শঙ্কর যেই মুহূর্ত্তে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তৎক্ষণাৎ উপযুক্ত অবসর ভাবিয়া, তিনি উভয়ের প্রতি সম্মোহন বাণ নিক্ষেপ করিয়া দিলেন।

চন্দ্রোদয়ে সমুদ্র যেরূপ চঞ্চল হয়, হরও তেমনি ধৈর্য্য হারাইয়া প্রসন্নমুখে উমার বিম্বাধরের প্রতি তিনটী নয়ন মেলিয়া সানুরাগ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। শৈলসুতা তখন ফুল্ল কদম্বপুষ্পের মত পুলকাঙ্গী; লাজে নতমুখী হইয়া চকিত-নয়নে একদিকে চাহিয়া রহিলেন।

কিন্তু শঙ্করের এ চিত্ত-বিকার অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। পরক্ষণেই তিনি আবার দৃঢ়চিত্ত হইলেন। জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষগণ সহজেই নিজ ভ্রম বুঝিতে পারেন।

সংযমিগণের অগ্রগণ্য পশুপতি এরূপ ইন্দ্রিয়-বিকারের কারণ জানিবার জন্য চকিত-নেত্রে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, সম্মুখে কন্দর্প নিজ দক্ষিণ অপাঙ্গে মুষ্টি রাখিয়া, বামস্কন্ধ অবনত ও বামপদ-খানি আকুঞ্চিত-ভাবে স্বীয় সুচারু কোদণ্ডটীকে চক্রার্দ্ধা-কারে আকর্ষণ করিতে করিতে যেন তাঁহাকেই প্রহার করিতে উদ্যত!

ধ্যান-ভঙ্গ-হেতু মহেশ্বরের মুখশ্রী বিকট হইয়া উঠিল। ভীম-মূর্ত্তি ক্রোধে ভীষণতর হইয়া গেল। গগন-ভেদী হুঙ্কারে শৈল-শিখর কম্পিত হইতে লাগিল। সহসা ললাটস্থ ঊর্দ্ধনেত্র হইতে অত্যুগ্র অনল-শিখা নির্গত হইয়া সবেগে কন্দর্পের দিকে ধাবমান হইল। আকাশে দেবগণ প্রমাদ গণিলেন।

"প্রভো! ক্রোধং সংহর, ক্রোধং সংহর—প্রভো, ক্রোধ সংবরণ করুন, ক্রোধ সংবরণ করুন"—গগনমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া দেবগণের এই সাগ্রহ প্রার্থনায় তখন দশদিক্ ভরিয়া যাইতেছে। কিন্তু হায়! সে ব্যগ্র প্রার্থনা

ঈশানের শ্রুতিগোচর হইবার পূর্ব্বেই হর-নেত্র-সম্ভূত সেই প্রচণ্ড বহ্নি-শিখা মদন-দেহ নিঃশেষে দগ্ধীভূত করিয়া মুহূর্ত্ত-মধ্যে ভস্মস্তূপে পরিণত করিয়া ফেলিল।

শিবের তপস্যার যত-কিছু বিঘ্ন, সমস্ত দূর হইল বটে, তথাপি তিনি নারী-সম্পর্ক পরিহার করিবার মানসে অবিলম্বে তথা হইতে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

গৌরীর অনুপম রূপ-লাবণ্য, মনোরম বেশ-ভূষা—সকলি ব্যর্থ হইল ; আর ব্যর্থ হইল, পিতা নগাধিরাজের যত-কিছু উচ্চ আকাঙ্ক্ষা। ভগবান্ মহাদেবকে পতি-লাভ করিতে হইলে শুধু রূপ-যৌবনে সফলকাম হওয়া যায় না, গৌরী এতক্ষণে তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু সখীদের সমক্ষে এই প্রকারে অনাদৃতা ও প্রত্যাখ্যাতা হওয়ায়, তাঁহার মুখকান্তি লজ্জায় বিবর্ণ হইয়া উঠিল। দারুণ অবসাদ আসিয়া যেন তাঁহার দেহের সমস্ত শক্তি অপহরণ করিয়া লইল। শূন্য-হৃদয়ে গৃহে ফিরিতে তাঁহার চরণ উঠিতেছে না। হর-কোপে মদনের ঐ পরিণাম দেখিয়া ভয়ে তাঁহার চক্ষু মুদ্রিত। এমন সময় পিতা গিরিরাজ তথায় আসিয়া হাতে ধরিয়া তাঁহাকে গৃহে লইয়া চলিলেন। পিতার স্নেহ-স্পর্শে তনয়ার চিত্তখেদ কিয়ৎপরিমাণে প্রশমিত হইল।

৮

কন্দর্পের ভুবন-মোহন তনুখানি ভস্মস্তূপে পরিণত হইয়াছে, রতির কাছে ইহা এতক্ষণ অজ্ঞাত ছিল। পতি-দেহ দগ্ধ হইবার পূর্ব্বেই রতি মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূতল-শায়িনী হওয়ায়, কোন শোক-দুঃখ অনুভব করিতে পারেন নাই। আহা! তাঁহার ঐ মূর্চ্ছা যদি আর না ভাঙ্গিত, তাহা হইলে ত প্রাণ-বল্লভের নিদারুণ বিরহ তাঁহাকে আর সহ্য করিতে হইত না; নব-বৈধব্যের সুতীব্র-দহনে তাঁহাকে জীবন্তে দগ্ধ হইতেও হইত না। কিন্তু বিধির বিধান অন্যরূপ। বিরহ-বেদনা ভোগ করিবার জন্য রতি সচেতন হইলেন।

রতি সতৃষ্ণ-নয়নে চারিদিকে চাহিয়া কোথাও তাঁহার প্রাণারাধ্য মূর্ত্তিখানি দেখিতে পাইলেন না। যাঁহাকে নিরন্তর দেখিয়াও নয়নের তৃপ্তি হইত না, রতি বুঝিলেন, তাঁহার সেই নয়নাভিরাম চিরদিনের তরে কোন এক অপরিজ্ঞাত রাজ্যে প্রয়াণ করিয়াছেন।

"নাথ! কোথায় তুমি? জীবিত আছ কি?"—এই বলিতে বলিতে আলুলায়িতকুন্তলা রতি ধূলিমাখা-দেহে

উঠিয়া বসিলেন। দেখিলেন, সম্মুখে ভূমির উপর হর-কোপাগ্নির ভয়াবহ পরিণতি—পুরুষাকৃতি ভস্মরাশি।

ভূমিতলে দেহ লুটাইয়া রতি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে আবার মূর্চ্ছিতা হইলেন। তাঁহার গগনভেদী আর্ত্তনাদে সমগ্র বনভূমি বিষাদে ভরিয়া উঠিল। মূর্চ্ছা-ভঙ্গের পরে বক্ষে করাঘাত করিয়া সতী মর্ম্মভেদী বিলাপ করিতে লাগিলেন।

"নাথ, কমনীয় তোমার তনুখানি যে বিলাসীদের উপমার বস্তু ছিল; সেই দেহের এই দশা। ইহাতেও আমার দেহ দ্বিখণ্ড হইল না! উঃ! নারীজাতি কি কঠিন!!

"ওগো, এত অল্পক্ষণের ভিতর অভাগীরে ছাড়িয়া কোথায় চলিলে? আমি তোমার বিরহে কিরূপে বাঁচিয়া রহিব?

"তুমি কখনই আমার কোন অপ্রিয় কর নাই; আমিও তোমাকে কোন দুঃখ দিই নাই—তবে কেন আমাকে এমন করিয়া কাঁদাইয়া চলিলে?

"আমায় যে তুমি কত ভালবাসিতে; বলিতে—'তোমায় সর্ব্বদা মনে রাখি।' সে কি কেবল মনরাখা ছলনা মাত্র? নতুবা তোমার দেহ দগ্ধ হইল, আর আমি বাঁচিয়া রহিলাম! তুমি এইমাত্র পরলোকে গিয়াছ; এখনই আমাকেও সঙ্গে লও।

"হায়! এই যে মনোরম নব চূত-কুসুম, যাহার বৃন্ত হরিৎ ও ঈষৎ লোহিতাভ—পুংস্কোকিলের মধুর কূজনে যাহার বিকাশ সূচিত হয়, তাহার দশা এখন কি হইবে? আর এই যে ভ্রমরগুলিকে তিনি ধনুর জ্যা-রূপে সাজাইতেন, তাহারা যে আমারই মত দুঃখে কাঁদিতেছে!

"ওগো, আবার তুমি পূর্ব্বের সেই মনোহর বপু ধারণ করিয়া উঠ; এই মধুরালাপে নিপুণা কোকিলারে দূতী-রূপে যেথায় ইচ্ছা পাঠাও।

"কান্ত, তোমার স্বহস্ত-রচিত বাসন্তী কুসুমের মালা যে এখনও আমার অঙ্গে, তোমার মনোজ্ঞ তনুর অদর্শনে তাহা যে বিফল হইল! তুমি স্বর্গে গিয়া সুরসুন্দরীগণ কর্ত্তৃক সংকৃত হইবার পূর্ব্বেই আমি চিতানলে দগ্ধ হইয়া তোমার সঙ্গ লাভ করিব। তোমার অনুগমনে বিলম্ব করা আর আমার উচিত নয়; এখনি যাইব। 'মন্মথের বিরহে রতি ক্ষণকালও জীবিত ছিল',—চিরদিনের তরে এ অপবাদ আমার অসহ্য।

"হায় হায়! অভাগী পরলোকগামী পতিকে অন্তিম-সজ্জায় সাজাইবারও সুযোগ পাইল না! তাঁহার দেহ ও প্রাণ একযোগে এমনি অতর্কিতে কোথায় বিলীন হইয়া গেল।

"হে দয়িত, মনে পড়িতেছে, তুমি ক্রোড়ে ফুল-ধনুটী রাখিয়া শর-চালনার সারল্য অভ্যাস করিতে করিতে স্মিতমুখে সখা বসন্তের সঙ্গে আলাপ করিতে। তখনও আমার দিকে তোমার দৃষ্টি থাকিত। সেই সহৃদয় সখা বসন্তই বা এখন কোথায়? সে যে কুসুম দিয়া তোমার কার্ম্মুক বচনা করিয়া দিত! প্রচণ্ড ক্রোধে পিনাকী তাহাকেও কি সুহৃদের সঙ্গী করিয়াছেন?"

ধীরে ধীরে বসন্ত সেই দিকেই আসিতেছিলেন। রতির বিলাপ-বাণী বিষাক্ত শরের মত তাঁহার হৃদয় বিদ্ধ করিতেছিল। শোক-বিহ্বলা বিধবাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য তিনি রতির সম্মুখীন হইলেন।

আত্মীয়-স্বজন কাছে আসিলে শোকের বেগ শতধা উচ্ছ্বসিত হয়। বসন্তকে দেখিয়া রতিরও শোক-সিন্ধু উথলিয়া উঠিল। বসন্তের দিকে চাহিয়া তিনি আবার বিলাপ করিতে লাগিলেন,—

"বসন্ত, কই তোমার সেই সখা? আর কি দেখিবে? দেখ, তোমার সখার দেহের আজ কি পরিণাম! ঐ-- ঐ যে পারাবতের মত ধূসর ভস্মরাশি বাতাসে কণা কণা বিকীর্ণ হইয়া উড়িয়া যায়—দেখ, ভাল করিয়া দেখ।"

"ওগো, তোমায় দেখিবার তরে সখা বসন্ত যে কত উৎসুক, একটী বার দেখা দাও। স্ত্রীর প্রতি পুরুষের প্রেম না হয় চঞ্চলই হইল, সুহৃদের প্রতি ত তাহা অটল বটে।"

"হৃদয়েশ্বর! শরাসনে তোমার ছিল মৃণাল-তন্তুর গুণ আর পুষ্পশর! তবু তুমি এই বসন্তের সহায়ে দেবতা, অসুর—এমন কি, সারা জগৎকে বশে আনিতে পারিয়াছিলে। সেই প্রিয় সুহৃৎ যে তোমায় দেখিতে আসিয়াছে। দেখা দাও, দেখা দাও।... না, আর আসিবে না বন্ধু, তোমার সখা বায়ু-তাড়িত প্রদীপ-শিখার মত চিরতরে নির্ব্বাপিত। আমি তার শেষ-বর্ত্তি। দেখ, বিরহের শোকধূম আমার অঙ্গ হইতে নির্গত হইতেছে!

"নিষ্ঠুর বিধি! তোমার এই হত্যা-কার্য্য অপূর্ণ রাখিলে কেন? কামদেবকে বিনষ্ট করিলে, আর রতি এখনও জীবিত রহিল! এ অর্দ্ধ-সমাপ্ত কার্য্যটুকু এখনও শেষ করিলে না? হায়! মদমত্ত হস্তী বৃক্ষ উৎপাটিত করিবামাত্র, তাহার আশ্রিতা লতাটীরও পতন যে অনিবার্য্য হয়, অজ্ঞ বিধাতা কি তাহা বুঝিল না!

"এখন সখা, তুমি প্রকৃত সখার কার্য্য কর। শোকাতুরা তোমার এই বন্ধুপত্নীকে চিতারোহণ করাইয়া শীঘ্রই পতির

সন্নিধানে পাঠাইয়া দাও। চন্দ্র অস্তগত হইলে জ্যোৎস্না থাকে না; মেঘাপগমে বিদ্যুৎও বিলীন হইয়া যায়; স্ত্রীজাতির যে মৃতপতির অনুসরণ করা একান্ত উচিত—এ বোধ অচেতন পদার্থেরও আছে। আমিও তাই পতির দেহভস্ম সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া নবীন পল্লব-শয্যার মত এখনি জ্বলন্ত চিতায় শয়ন করিব।

"বসন্ত, হে প্রিয়দর্শন, আমাদের পুষ্পশয্যা রচনা করিতে তুমি যে কত সাহায্য করিয়াছিলে! এখন যোড়-করে মিনতি করি, আমার তরে চিতা সাজাইয়া দাও; আমি আরোহণ করিয়া সদ্যঃ প্রাণ জুড়াই। পরে আমার অঙ্গে অগ্নি-সংযোগ করিয়া দক্ষিণ-বায়ুর বীজনে শীঘ্রই এ দেহ দগ্ধ করিও। জান ত, তোমার সখা আমাকে না দেখিয়া অল্পক্ষণও থাকিতে পারিতেন না।

"আর এক কথা, দহনান্তে আমাদের উদ্দেশে চিতায় এক অঞ্জলি জল দিও। পরলোকে গিয়া সেই জল তোমার সখা আমার সহিত পান করিবেন। পরে পারলৌকিক-কৃত্যের অনুষ্ঠানে তাঁহার পিণ্ডে কিসলয়-সহ চূত-মঞ্জরী দিতে যেন ভুলিও না। উহা যে তাঁহার বড়ই প্রিয় ছিল।"

* * *

রতির চিতারোহণের সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত, এমন সময় এক দৈববাণী শুনিয়া তিনি উহাতে বিরত হইলেন—

"শুন গো কুসুম-আয়ুধ-পত্নি,
ওগো ও সতি,—
চির-তরে নাহি দুর্লভ রবে
তোমার পতি ;
বিধি-শাপ-হেতু আশু হ'ল তা'র
দেহের নাশ,
অচিরে সে পুনঃ লভিবে জীবন
রাখ গো আশ।
পরিণীতা হ'লে গিরিরাজ-সুতা
মহেশ্বরে—
নিজ পতি, সেই আশুতোষ
শিবের বরে।"

গ্রীষ্মে শুষ্কপ্রায় সরসীতে বৃষ্টিধারা নামিলে সদ্যো-মরণোন্মুখী শফরী যেরূপ আশান্বিতা হয়, দৈববাণীতে রতির হৃদয়েও সেইরূপ নব-আশার সঞ্চার হইল। পতির পুনর্জীবনের অপেক্ষায় সতী কোনরূপে প্রাণে বাঁচিয়া রহিলেন।

৯

শিবের কোপানলে মদনকে ভস্ম হইতে দেখিয়া পার্ব্বতী ভগ্নমনোরথ হইয়াছেন। নিজ রূপ-লাবণ্যে তাঁহার ধিক্কার জন্মিয়াছে; উহার জন্য যত মোহ-গর্ব্ব, সমস্তই হৃদয় হইতে দূর হইয়াছে। ধিক্ সে রূপ-যৌবনে, যদি তাহাদ্বারা বাঞ্ছিত প্রিয়জনের ভালবাসাই না মিলে।

তিনি তপস্যার বলে এই নিষ্ফল রূপ-যৌবনকে সফল করিয়া তুলিবেন—এখন এই তাঁহার সঙ্কল্প। নতুবা শিবের মত পতি, আর তাঁহার ভালবাসা কি এত সহজে পাওয়া যায়? গৌরী এবার তপস্যার নিমিত্ত গৃহত্যাগ করিবেন।

মাতা মেনকার মন ইহাতে বিষাদে ভরিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার স্নেহের প্রতিমা কন্যা বনে যাইবেন; সুকুমার তনুখানি তপঃক্লেশে শুষ্ক করিবেন; পর্ণ-শয্যায় শয়ন করিবেন; বন্য ফল-মূল তাঁহার ভক্ষ্য হইবে—আর তাঁহারা গৃহে থাকিয়া উত্তম ভক্ষ্য-পানীয় উপভোগ করিয়া কোমল-শয্যায় বিশ্রাম-সুখে কালাতিপাত করিবেন! মায়ের প্রাণে কি তাহা সহ্য হয়?

কন্যাকে ক্রোড়ে লইয়া মাতা এই তপস্যার অভিলাষ হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য নানাবিধ প্রবোধ দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন,—

"মা, তোমার হৃদয়ের দেবতা ত ঘরেই রহিয়াছেন, ঘরে বসিয়াই তাঁহার পূজা কর। তোমার এই শিরীষ-কুসুমের মত সুকুমার দেহে তপস্যার ক্লেশ কিরূপে সহ্য হইবে মা ?"

কিন্তু গিরিজার সাধু সঙ্কল্প অটল। ইষ্টলাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা আর নিম্নগামী জল-প্রবাহ সহজে ত রুদ্ধ হইবার নয়। অভিলাষ পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি গৃহ ছাড়িয়া তপস্যা করিবার জন্য সখীর দ্বারা পিতার অনুমতি লইয়া হিংস্র-প্রাণি-শূন্য ময়ূরগণ-পরিবৃত হিমাদ্রির একটী শিখর আশ্রয় করিলেন। উত্তরকালে এই স্থানটী 'গৌরী-শিখর' নামে অভিহিত হইয়াছিল।

গৌরী কণ্ঠের মুক্তা-হার ও কর্ণের কুণ্ডল ত্যাগ করিয়া বালারুণ-বর্ণের বল্কলকে উত্তরীয় করিলেন; অধরের লাক্ষারাগও মুছিয়া ফেলিলেন। তাঁহার সুন্দর অলক-শোভিত মুখখানি জটাজালে শোভমান হইয়া উঠিল। ত্রিগুণিত মৌঞ্জী মেখলার এই প্রথম ধারণে প্রতিক্ষণে তিনি রোমাঞ্চ-কলেবর হইতে লাগিলেন; কটিদেশ তাঁহার

রক্তাভ হইয়া গেল। কুশাঙ্কুর-ছেদনে অঙ্গুলিতে ক্ষত হইবারও সূচনা হইল। তাঁহার শয়ন ও উপবেশন ভূতলেই হইতে লাগিল এবং হস্ত-দুইটীই উপাধান হইল।

প্রত্যহ ঘটে করিয়া জল-সেচনে তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষগুলিকে পালন করেন। ইহাদের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম অপত্যস্নেহ জন্মিল। সে স্নেহ এত বেশী যে, পরে যখন কার্ত্তিকেয়ের জন্ম হয়, তখনও তাহার হ্রাস হয় নাই।

মৃগের দল অঞ্জলি ভরিয়া নীবার-শস্য খাইতে পাইত বলিয়া নির্ভয়ে তাঁহার কাছে আসিতে লাগিল।

স্নানান্তে পূজা-হোম সমাপ্ত করিয়া তিনি ভগবান্ শঙ্করের স্তব-পাঠ করিতেন। বয়ঃকনিষ্ঠা হইলেও ঋষিগণ তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন। পুণ্যশীলগণের বয়সের অল্লাধিক্য-বিচারের প্রয়োজন হয় না।

তাঁহার তপোবনে পরস্পর স্বভাব-বিরোধী প্রাণীরা হিংসা ভুলিয়া গেল। বৃক্ষগুলি প্রচুর ফল উৎপাদন করিতে থাকায়, তাঁহার অতিথি-সংকারের সুবিধা হইল। পর্ণশালাটীতেও সর্ব্বক্ষণ অগ্নি প্রজ্বলিত থাকিত। বাস্তবিকই তখন তাঁহার আশ্রমটী সর্ব্বপ্রকারে পবিত্রতার আধার-স্বরূপ হইয়াছিল।

কিন্তু এরূপ তপস্যায় মনোরথ-সিদ্ধির কোন লক্ষণই দেখা গেল না। পরিশেষে পার্ব্বতী আরও উগ্র তপস্যার আয়োজন করিলেন। তাহাতে নিজ দেহ-রক্ষার প্রতি তাঁহার কোনরূপ লক্ষ্যই রহিল না।

গ্রীষ্মের প্রখর সূর্য্য-তাপে যখন ধরণী দগ্ধপ্রায়, তখন তিনি নিজ যোগাসনের চতুর্দ্দিকে জ্বলন্ত অগ্নি স্থাপন করিয়া অম্লানবদনে একদৃষ্টিতে সূর্য্যের দিকে চাহিয়া থাকিতেন। ফলে তাঁহার মুখখানিতে রক্তপদ্মের সুষমা ফুটিয়া উঠিত বটে, কিন্তু আয়ত নয়নের প্রান্তদেশে কালিমা-রেখাও অঙ্কিত হইয়া যাইত।

পারণার জন্য তাঁহার ছিল একমাত্র অমৃতময় চন্দ্রকিরণ, আর অযাচিত বৃষ্টিধারা। বৃক্ষের মতই এ জীবন-ধারণ! আহা! যিনি কন্দুক-ক্রীড়াতেও ক্লেশ অনুভব করিতেন, আজ তিনি দারুণ তাপস-ব্রতে কোমল শরীর শোষণ করিতেছেন!

বর্ষাকালে গ্রীষ্মতপ্ত ভূমি যেরূপ বাষ্প উদ্‌গিরণ করে, উমাও সেইরূপ পঞ্চাগ্নিতে তাপিত হইয়া বর্ষার জলের সঙ্গে নয়ন-দুইটীতে বাষ্প বিসর্জ্জন করিতেন।

প্রবল ঝড়-বৃষ্টিতে অনাবৃত-স্থানেই তাঁহার অবস্থান হইত। শয্যা ছিল শিলাতল; তাহাতেই তিনি সারা-

রাত্রি নিষণ্ণ থাকিতেন। গিরি-কুমারীর তপস্যার সাক্ষি-স্বরূপ রজনীও যেন বিদ্যুৎ-আঁখি মেলিয়া এই কঠোর সাধনা দেখিয়া লইত!

পৌষমাসের শীতের দীর্ঘ রাত্রিতে যখন তুষার-বর্ষণ হইত, উমা তখন আকণ্ঠ জলে দাঁড়াইয়া থাকিতেন। তাঁহার দেহখানি স্বর্ণ-পদ্মের সহিত উপমার যোগ্য; যেমনি পদ্মের মত সুকোমল, তেমনি আবার স্বর্ণের মতই সারবান্।

বৃক্ষের গলিতপত্র মাত্র ভক্ষণ করিয়া প্রাণধারণ করিলে, তাহাকে চরম কৃচ্ছ্র-সাধন বলা যায়। মহা-যোগিনী পার্ব্বতী তখন তাহাও ভক্ষণ করেন নাই। তজ্জন্য পৌরাণিকগণ তাঁহার 'অপর্ণা' নাম রাখিয়াছিলেন, বস্তুতঃ তিনি মৃণাল-সদৃশ সুকোমল দেহে যে সকল কঠোর নিয়ম পালন করিয়া তপস্যা করিতেছিলেন, সংযমীর শিরোমণি কোন এক ঋষির তপঃক্লেশ-সহিষ্ণু দেহেও তাহা সম্ভব হয় না। শিব মঙ্গলময়। শিব-কামীকে ভোগ-সুখের অশিব-কণ্টক সর্ব্বাগ্রে পরিহার করিতে হয়।

১০

একদিন সহসা অজিনধারী, জটা-জালে মণ্ডিত-মস্তক এক বচন-কুশল ব্রহ্মচারী তপোবনে আসিয়া পার্ব্বতীর সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সৌম্য মূর্ত্তিখানি ব্রহ্মতেজে জাজ্বল্যমান। মনে হয়, যেন পলাশদণ্ড-হস্তে তিনিই মূর্ত্ত ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম।

পার্ব্বতী সসম্মানে তাঁহার বন্দনা করিলেন। অভ্যাগত ব্যক্তি সমান অবস্থার লোক হইলেও তাহার সমুচিত সমাদর করা সমদর্শীদের কর্ত্তব্য। পার্ব্বতীও তাঁহার অভ্যর্থনার ক্রটি করিলেন না।

যথাবিধি সংকৃত হইয়া আগন্তক কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিবার ছল করিতে করিতে সরল-চক্ষে উমার দিকে চাহিয়া শিষ্টজনোচিত কয়েকটী প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য, এ সকল প্রশ্নের প্রত্যুত্তর পাইবার কোন আশা বা অপেক্ষা তাঁহার ছিল না। শুধু জিজ্ঞাসা করিয়া মধ্যে মধ্যে স্বমত ব্যক্ত করিতেছেন মাত্র—

"ভাল, তপস্বিনি, এখানে তোমার হোমের সমিধ্, কুশ প্রচুর মিলে ত? এখানকার জলে স্নান করিয়া বেশ

তৃপ্তি হয় কি? নিজ শক্তিমত তপস্যা করিয়া থাক ত?—জানিবে, শরীরটীই ধর্ম্ম-সাধনের মূল।

"তোমার সলিল-সেচনে এই তরু-লতাগুলির কি যথাসময়ে পল্লবোদ্গম হয়? আহা! কতকাল ওষ্ঠে লাক্ষা-রাগ নাই, তবু এই লতাগুলির নব-পল্লবের সহিত তোমার পাটলবর্ণ অধরের বেশ তুলনা হয়।

"ওগো উৎপলাক্ষি! এই হরিণগুলিকে দেখিয়া তোমার মন ত বেশ প্রফুল্ল থাকে? ইহারা স্নেহবশে তোমার হাতে দর্ভ-তৃণ খাইতে ভালবাসে ত? ইহাদের চঞ্চল নয়নের সঙ্গে তোমার নয়নের বেশ সাদৃশ্য আছে।

"প্রবাদ আছে,—'সৌম্যমূর্ত্তি যার, তা'র নাই পাপাচার।' কথাটী সর্ব্বাংশে সত্য। নতুবা তোমার বিশুদ্ধ চরিত্রকে আদর্শ করিয়া শত শত তাপস কি আর স্ব স্ব চরিত্রের উৎকর্ষ-সাধন করিবার শিক্ষা পাইতেন? তোমার এই অনাবিল চরিত্রে পিতা হিমবান্ এবং তাঁহার কুল যেরূপ পবিত্র হইয়াছেন, বোধ হয়, সপ্তর্ষিবৃন্দের পূজার নির্ম্মাল্যে শোভিতা মন্দাকিনী-ধারাতেও তেমন পবিত্র হইতে পারেন নাই।

"সুশীলে, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম—এই তিনের মধ্যে ধর্ম্মই যে প্রধান, তাহা তোমার এই তপস্যায় আজ আমার বেশ

ধারণা হইল। তুমি ত অর্থ আর কাম হৃদয় হইতে একেবারে দূর করিয়া শুধু ধর্ম্মকেই সার করিয়াছ।

"তোমার কৃত উত্তম সৎকারে আমি পরিতুষ্ট। এখন আর আমাকে পর মনে করা তোমার উচিত নয়। বন্ধুর একটী নাম 'সাপ্তপদী', তাহা মনে আছে ত? স্বভাবে আমায় চপল মনে করিতেছ বটে, তবু তোমার নিকট এই ব্রাহ্মণের বাচালতা অবশ্যই মার্জনীয় হইবে। ইচ্ছা আমার, আরও কয়েকটী কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করি। বিশেষ আপত্তি না থাকিলে সদুত্তর দিয়া সুখী করিবে কি?

"দেখিতেছি, হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার কুলে তোমার জন্ম; শরীরটীতে ত্রিভুবনের যত শোভা-সম্পদের সমাবেশ; বয়সও নবীন; আর ঐশ্বর্য্য-সুখের ত কথাই নাই। তবে আর কি আশায় তপস্যা করিতেছ? অবশ্য দুস্তর সঙ্কটে পড়িয়া কোন কোন মনস্বিনী মহিলার এরূপ তপস্যার প্রবৃত্তি দেখা যায় বটে, কিন্তু তোমার সেরূপ কোন কারণ থাকিতে পারে, এমন ত বোধ হয় না। তুমি যেরূপ সৌম্যাকৃতি, তাহাতে শোক-তাপ তোমায় স্পর্শ করিয়াছে বলিয়া যে মনেই হয় না। পিত্রালয়ে অনাদৃতা হওয়ারও কোন সম্ভাবনা তোমার নাই; অপর কাহারও

দ্বারা অপমান—সেও ত মণির লোভে ফণীর মস্তকে হস্তার্পণের মতই তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য।

সাপের মাথার মণি
তুলিয়া লইতে ধনি,
প্রসরিয়া কর—
বল, কোন্ নর
কবে কোথা হয় আগুসর ?

"তবে কেনই বা এই তরুণ-বয়সে ভূষণ ফেলিয়া দিয়া বৃদ্ধার যোগ্য বল্কল-সজ্জা অঙ্গে ধরিয়াছ ? বল দেখি, চন্দ্র-তারকায় সমুজ্জ্বল রজনীর প্রথম সন্ধ্যাতেই যদি সূর্য্যোদয় ঘটে, তবে তাহা বিসদৃশ হয় না কি ?

"তোমার এ তপস্যা যদি স্বর্গ-ভোগের আশায় হয়, তবে এত প্রয়াস বৃথা। তোমার পিতার আবাসটীই ত স্বর্গ। যদি মনের মত স্বরূপ বরে বিবাহ হউক, এই কামনা থাকে, তবে তাহার জন্য তোমাকে আবার তপস্যা করিতে হইবে কেন ? রত্ন কখনও কাহারও সন্ধান করে না ; রত্নের সন্ধানই সবাই করে।......

"ও ! বুঝেছি, আর বলিতে হইবে না। ঐ যে বরের নামে তোমার উষ্ণ নিশ্বাস পড়িল ! ইহাতেই যে আমার বড় সন্দেহ জন্মিতেছে। তোমার কাম্য সেই

দুর্লভ পুরুষকে ত জানিলাম না, যাঁহার জন্য তুমি এত সাধনা করিতেছ ?

"মনে হয়, তোমার অভিলষিত সেই যুবা বড়ই কঠিন-হৃদয়, নচেৎ তোমার ঐ গণ্ডদ্বয়, যাহার উপর কর্ণোৎপল শোভা পাইবার কথা, তাহা যে দোদুল জটাজালে ঢাকিয়া যাইতেছে, ইহা দেখিয়াও তিনি সুস্থির রহিয়াছেন !

"আহা ! মুনিজনোচিত কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্রতানুষ্ঠানে তোমার দেহ কৃশ ; অলঙ্কার-পরিধানের স্থানগুলিতে কালিমা পড়িয়াছে ! দেহের কান্তিও দিবাভাগের ক্ষীণ চন্দ্ররেখার মত বিবর্ণ। তোমার এ দশা দেখিয়া কোন্ সহৃদয় পুরুষ ব্যথিত না হইয়া থাকিতে পারেন ?

"বুঝিলাম, তোমার সেই প্রিয়জন নিশ্চয়ই সৌভাগ্য-গর্ব্বে বঞ্চিত, নতুবা আজও তিনি তোমার ঐ নিবিড়-পক্ষ্ম-শোভী নীল নয়নের সম্মুখীন হইতেছেন না !

"তাই বলি, ওগো পার্ব্বতি, আর কত কালই বা এমন তপস্যা করিবে ? আমার ত পূর্ব্বাশ্রমের সঞ্চিত কিছু তপস্যা আছে ; তাহারই অর্দ্ধেক ফল আমি স্বেচ্ছায় তোমায় দিতেছি। তপস্যাতে সিদ্ধকাম হওয়া যায়— যদি এই বিশ্বাস তোমার থাকে, তবে তাহা লইয়া

অনায়াসে তোমার অভীষ্ট বরটীকে তুমি এখনি পাইতে পার। কিন্তু আমি জানিতে চাই, সেই বিশিষ্ট বরটী কে?"

গৌরী নিজ-মুখে কিছু না বলিয়া প্রত্যুত্তর দিবার জন্য পার্শ্বে উপবিষ্টা এক সখীকে তাঁহার নিরঞ্জন নয়নের ইঙ্গিতে জানাইয়া দিলেন।

মৃদু হাসিয়া সখী তখন পার্ব্বতীর মনের কথাগুলি অবিকল বলিতে আরম্ভ করিয়া দিল—

"ওগো সাধুবর, আপনার যদি এতই কুতূহল হইয়া থাকে, তবে শুনুন, কেন ইনি এই সুকোমল-দেহে কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত।

"রাজকুমারী আমাদের বড় মানিনী কিনা, তাই ইনি অতুল শ্রী-সম্পদের ঈশ্বর—ইন্দ্র, চন্দ্র প্রভৃতি দিক্‌পাল-গণকে গণ্য না করিয়া, যিনি মদনকে ভস্ম করিয়াছেন; রূপ-যৌবনে যিনি মুগ্ধ হইবার পাত্র নহেন, সেই নিষ্কাম পিনাক-পাণি হরকে পতিরূপে পাইবার অভিলাষ করিয়াছেন'।

"এজন্য পিতৃগৃহে সদা ইনি উন্মনা হইয়া থাকিতেন। কপালে চন্দন-তিলক সত্ত্বেও ইঁহার কেশগুলি ধূলায় ধূসরিত হইয়া যাইত।

"কখন কখন বাষ্প-গদগদ-কণ্ঠে সেই পিনাকীর চরিত্র-গাথা স্খলিতস্বরে গাহিয়া গাহিয়া বিলাপ করিতেন। করুণ সেই সঙ্গীতে সখী-স্থানীয়া কিন্নররাজ-কন্যাদের যে ইনি কত কাঁদাইয়াছেন, তাহা বলিতে পারি না।

"আবার রাত্রির তিন ভাগ অতীত হইতে যায়, এমন সময় ক্ষণকালের জন্য সহসা জাগিয়া উঠিয়া, কোথাও কেহ নাই, অথচ 'হে নীলকণ্ঠ! তুমি কোথায়!' এইরূপ প্রলাপ করিতে করিতে কাঁদিয়া উঠিতেন।

"কখনও বা নিভৃত-স্থানে শিবের একটী আলেখ্য স্বহস্তে আঁকিয়া তাহার প্রতি বলিতেন,—

'প্রভু, সর্ব্বজ্ঞ যে তুমি বলে জ্ঞানিগণ—
সকলেরি হৃদি তোমার আসন;
অভাগী তোমায় সঁপি কায়-মন,
ধ্যেয়ায় আকুল-চিত,
তা'র মনোভাব তোমার হৃদয়ে
কেন তবে অবিদিত?'

—এইরূপ প্রলাপ-বাণীর সঙ্গে সেই চন্দ্রশেখর শিবকে কত তিরস্কার করিতেও আমরা ইঁহার মুখে শুনিয়াছি।

"পরে 'বিনা তপস্যায় তাঁহাকে পাওয়া যায় না' বুঝিয়া পিতার অনুমতি-ক্রমে ইনি তপস্যা করিবার জন্য

আমাদের সঙ্গে এই তপোবনে আসিয়াছেন। ইঁহার স্বহস্ত-রোপিত এই বৃক্ষগুলি তপস্যার সাক্ষিরূপে বিদ্যমান। ইহাতে ফলও ধরিতেছে। কিন্তু হায়! আমাদের সখীর মনোরথ-সিদ্ধির যে অঙ্কুরও উদ্গত হইল না। বিশেষতঃ ইনি তপস্যায় এত ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছেন যে, আমরা ইঁহাকে দেখিয়া চক্ষের জল নিবারণ করিতে পারি না। অনাবৃষ্টির পর দেবরাজ ভূরিবর্ষণ দ্বারা শুষ্ক ভূমিকে যেরূপ অনুগৃহীত করেন, জানি না, সেইরূপ কবে সেই পরমদুর্লভ পুরুষ আমাদের সখীর প্রতি অনুগ্রহ করিবেন।"

এই সমস্ত কথা শুনিয়া ব্রহ্মচারী বিন্দুমাত্র সন্তোষ প্রকাশ করিলেন না; উমার প্রতি সঘৃণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—"কেমন গৌরি, যাহা শুনিলাম, সমস্ত সত্য, না পরিহাস?"

গিরিকুমারী তখন অঞ্জলিবদ্ধ করাঙ্গুলীর অগ্রে স্ফটিকের জপমালাগাছটী জড়াইয়া লজ্জায় ধীরে ধীরে অতি অল্প-কথায় এই প্রত্যুত্তর দিলেন ঃ—

"ওগো বেদজ্ঞ-চূড়ামণি, সত্যই তাই; যাহা যাহা শুনিলেন; সবই সত্য। আমি উচ্চ পদ পাইবার আকাঙ্ক্ষা করিয়াছি। এই সামান্য তপস্যা তাঁহাকে পাইবার যোগ্য

নয়, তাহাও জানি, কিন্তু কি করিব ? মনোরথের যে অগম্য স্থান নাই !”

অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া ব্রহ্মচারী আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন,—

“ও ! জানি সে মহেশ্বরকে। তুমি আবার তাহাকেই কামনা করিতেছ ? যত অমঙ্গল আচরণ থাকিতে পারে, তাহার কোনটীই সে করিতে ছাড়ে না। এজন্য তোমার এ উদ্যম আমার নিকট আদৌ ভাল মনে হইল না।

“আচ্ছা, বিবাহের সময় মহেশ্বর যখন সর্পজড়িত-হস্তে তোমার মাঙ্গল্য-সূত্র-বদ্ধ কোমল হস্তখানি প্রথম গ্রহণ করিবে, বল দেখি, তুমি তখন কেমন করিয়া তাহা সহ্য করিবে ? ছি ! ছি ! ! একটা অসার বিষয়ে তোমার এ মতি হইল কিরূপে ?

“তুমি নিজেই বিবেচনা করিয়া দেখ ত, কোথায় নব-পরিণীতা বধূর কলহংসাঙ্কিত দুকূল শাটী, আর কোথায় রক্ত বিন্দু-সিক্ত গজাজিন ! কি বিসদৃশ সংযোগ ! জানি না, গ্রন্থিবন্ধনই বা কিরূপে হইবে ?

“আহা, তোমার অলক্ত-রাগ-রঞ্জিত পদ-দু'টী যে কুসুমাস্তৃত চতুঃশাল-গৃহে শোভা পাইবার যোগ্য ; তাহা

কিনা শবের কেশ-পরিব্যাপ্ত প্রেতভূমিতে ন্যস্ত হইবে। অতিবড় শত্রুও যে ইহা অনুমোদন করে না।

"হায়! হায়!! তোমার হরিচন্দনে লিপ্ত হইবার মত তনুখানি শিবের সঙ্গে চিতা-ভস্মে লিপ্ত হইবে!! আ মরি! কি ভ্রমই না করিতেছ?

"হা ধিক্! বিবাহের পর পিতৃগৃহে যাইবার কালে গজারোহণের পরিবর্ত্তে তোমায় বৃষারূঢ়া দেখিয়া ভদ্র-লোকে যে উপহাস করিতে ছাড়িবে না, সম্মুখে এও ত কম বিড়ম্বনার কথা নয়!

"উঃ! সেই পিনাকীর ভজনায় জগতের দুইটী উৎকৃষ্ট বস্তুর কি শোচনীয় পরিণাম!—এক অনুপম-কান্তি চন্দ্রকলা; আর লোকের নয়ন-কৌমুদীরূপা তুমি!

"ওগো, দেহ যে তাহার অতি কদাকার—বিরূপাক্ষ; জন্মেরও তাহার কোন ঠিক পরিচয় জানা যায় না; আর ধন-সম্পদের কথা ত বলিয়াই কাজ নাই—দিগম্বর! ইহাই তাহার নির্দ্ধনতার যে যথেষ্ট পরিচয়! এখন বল ত মৃগনয়নে, লোকে বরের যে যে গুণ দেখিতে চাহে, তাহার একটীও কি সেই ত্রিলোচনের আছে?—না রূপে; না কুলে; না ধনে?

"তাই বলিতেছি, এই অসঙ্গত অভিলাষ হইতে

তোমার চিত্তকে নিবর্ত্তিত কর। সেই কুলক্ষণ পুরুষের সহিত তোমার মত সুলক্ষণা কুমারীর বিবাহ হইতেই পারে না। পবিত্র যজ্ঞীয় যূপে যে পূজা হইবার বেদ-বিহিত বিধি, তাহা শ্মশানভূমিতে প্রোথিত শূলের উপর হইতে সাধু-ব্যক্তিগণ কখনই সঙ্গত মনে করেন না।"

১১

ব্রহ্মচারীর এইরূপ নানা প্রতিকূল-বচন শুনিতে শুনিতে পার্ব্বতীর চৈতন্য লোপ পাইবার উপক্রম হইল—অধর কাঁপিতে লাগিল। শিবনিন্দা-জনিত অসহ্য মনঃপীড়ায় ক্রোধেরও উদ্দীপনা হইল; নয়নের প্রান্তভাগ রক্তাভ হইয়া উঠিল। পাছে ব্রাহ্মণ অতিথির প্রতি তাঁহার মুখ দিয়া কটূক্তি বাহির হইয়া পড়ে, এই ভয়ে ধৈর্য্য অবলম্বন-পূর্ব্বক একপার্শ্বে মুখ ফিরাইয়া অবনত-মস্তকে গৌরী ঐ কথাগুলির একটী একটী করিয়া প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন,—

"ব্রাহ্মণ, যাহারা বিপদের প্রতীকার করিতে ব্যস্ত কিংবা ঐশ্বর্য্যকামী, তাহারাই মাঙ্গল্য বস্তু ধারণ করিবার

জন্য বৃথা লালায়িত হয়; যিনি জগতের শরণ্য, নিষ্কাম পুরুষ, তাঁহার নিকট ঐ সকল ভোগ্য দ্রব্য যে অকিঞ্চিৎকর। উহা শুধু বৃথা আশায় হৃদয়কে দূষিত করে বৈ ত নয়।

"তিনি অকিঞ্চন হইলেও পার্থিব সকল সম্পদের মূল; শ্মশান-বিহারী হইয়াও ত্রিলোকনাথ এবং ভীমরূপ হইলেও সদা মঙ্গলময় শিব-নামে বিশ্বে অভিহিত হন। সেই পিনাকীর প্রকৃত তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিবার লোক জগতে কাহাকেও ত দেখি না।

"তিনি রত্নমালাতেই বিভূষিত হউন, কিংবা সর্পধারীই হউন—গজাজিনবসন অথবা পট্টবাস-পরিহিতই হউন,—মৃতের কপালধারী বা চন্দ্রশেখরই হউন—বিশ্বরূপ সেই মহেশের প্রকৃত রূপ কেহই ধারণা করিতে পারে না; তিনি যে অবাঙ্-মানস-গোচর।

"ঠাকুর, চিতা-ভস্ম যে তাঁহার দেহ-সম্পর্কে পরম-পবিত্র হইয়া যায়। নহিলে তাঁহার তাণ্ডব-সময়ে ভূমিতে পতিত ঐ ভস্ম ইন্দ্র-প্রমুখ দেবগণ কেনই-বা মস্তকে ধারণ করিয়া আত্মাকে ধন্য মনে করিবেন! চিতা-ভস্ম ললাটে ধারণ না করিয়া কেহই যে নিজেকে শিবময় শিবের আরাধনার প্রকৃত অধিকারী মনে করিতেই পারেন না।

"শিব নিঃসম্বল—এ কথা সত্য হইতে পারে, কিন্তু তিনি যখন বৃষারূঢ় হইয়া গমন করিতে থাকেন, তখন দেবরাজও যে মদাস্রাবী ঐরাবতের পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া মস্তক লুণ্ঠিত করিতে করিতে কল্পতরুর প্রচুর বিকসিত কুসুমের রাগে তাঁহার চরণ-দুইখানি অরুণ-বর্ণ করিয়া দিয়া থাকেন। পার্থিব ধন-সম্পদ্ যে তাঁহার নিকট হেয়।

"আপনার চিত্তের বিকার ঘটিয়াছে। তাই মহেশ্বরের এরূপ নিন্দায় প্রবৃত্ত হইয়া নিজ অশুভকে বরণ করিতেছেন। শিবকে ছাড়িয়া অশিবের আধার যত পার্থিব ঐশ্বর্য্যকেই বড় ভাবিতেছেন! তবে নিন্দা করিতে করিতেও একটী সত্যকথা আপনার মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছে যে,—'তাঁহার জন্ম-পরিচয় অজ্ঞাত।' কথাটী ঠিক। যিনি স্বয়ম্ভূ বিধাতারও স্রষ্টা বলিয়া বেদজ্ঞগণ কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত, তাঁহার জন্ম-পরিচয় কিরূপে জানা যাইবে? তিনি অনাদি।

"যাহা হউক, আর বিবাদ করিয়া কোনই ফল নাই। আপনি যেরূপ শুনিয়াছেন, তিনি না হয় সম্পূর্ণ সেই রূপই হউন, তাহার বিচারেই বা ফল কি? আমার মন যে তাঁহার ভাবেই একান্ত বিভোর; আমি যে তাঁহার চরণেই আত্ম-নিবেদন করিয়াছি। শুধু তাঁহার ধ্যানেই আমার

সকল সাধ পূর্ণ হয়। স্বেচ্ছাচারিণীদের লোকাপবাদের ভয় কোথায় ?”

ব্রহ্মচারী হয় ত আবার কিছু বলিবেন, ভাবিয়া গৌরী সখীর দিকে চাহিয়া বলিলেন,—

“ওগো, দেখ, ইঁহার অধর কম্পিত হইতেছে ; বোধ হয়, আরও কিছু বলিতে চাহেন। এঁকে বারণ কর ; বারণ কর। মহতের নিন্দা যাহারা করে, তাহারাই শুধু পাপী নয়, সে-নিন্দা শুনিলেও পাপ হয়।”

“না, এখান হইতে চলিয়া যাই”—বলিয়া উমা যেমন উঠিতে গিয়াছেন, অমনি ত্বরা-বশতঃ অঙ্গ হইতে তাঁহার বল্কলের উত্তরীয়খানি পড়িয়া গেল। ছদ্মবেশী মহেশ্বর তখন স্বরূপ প্রকাশ করিয়া ঈষৎ হাস্যমুখে তাঁহার গমনে বাধা দিবার জন্য পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইলেন।

চিরারাধ্য দয়িতের দর্শনে গৌরীর দেহে স্বেদ, কম্প, পুলক প্রভৃতি ভাবাবেশের লক্ষণ প্রকাশ পাইল। চলিবার জন্য পদ-বিক্ষেপ করিতেছেন বটে, কিন্তু বন্ধুর পার্ব্বত্য-পথে নদীর গতি যেমন বাধা পায়, সেইরূপ তাঁহার গতি রুদ্ধ হইল। যাওয়াও হয় না, অথচ লজ্জায় সেখানে থাকিতেও পারেন না ! একদিকে আরাধ্য-দেবের দর্শন-সুখ, অন্য দিকে নারী-সুলভ লজ্জা !

তখন মহেশ্বর করুণার্দ্রকণ্ঠে বলিলেন,—

"হে অনবদ্যাঙ্গি, আজ হইতে আমি তোমার ক্রীতদাস হইলাম। তপস্যার মূল্যে যে তুমি আমায় কিনিয়া লইয়াছ।"

শিবের এই উদার-বাণীতে বিশ্বের জল, স্থল, অন্তরীক্ষ ব্যাপিয়া কি এক অপূর্ব্ব আনন্দ-শিহরণ প্রকাশ পাইল। মন্দাকিনীর শীকর-সম্পৃক্ত পবন, তখন যেন বহিয়া বহিয়া পার্ব্বতীর আপ্যায়নে রত হইল। বৃক্ষরাজি হইতে অজস্র কুসুম বর্ষিত হইয়া তাঁহার প্রতি দেবগণের সংবর্দ্ধনা সূচিত করিল। পক্ষিগণ কাকলী-চ্ছলে তাঁহার জয়গান করিয়া এই তপঃসিদ্ধির শুভবার্ত্তা সর্ব্বত্র প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইল।

পার্ব্বতী এক্ষণে তপস্যার সকল ক্লেশ বিস্মৃত হইলেন। সাধনা সফল হইলে আর দুঃখ কি? দেহে, মনে তখন নব-বলের সঞ্চার হয়। পার্ব্বতীরও কৃচ্ছ্রসাধন এতদিনে সফল হইল। ত্যাগ ও সংযমের বলে ঈশ্বরকেও আপনার করা সুসাধ্য হয়; অনাত্মীয় যে আত্মীয় হয়, তাহা ত সামান্য কথা। যাহা অনায়াসলব্ধ, তাহা কখনও নিজস্ব হয় না। পার্ব্বতীর ব্রত-পালনের পুণ্য-কথা শুনিয়া আমাদের এই শিক্ষা লাভ হয়। ভারতের প্রাচীন শিক্ষাও তাহাই। আজিও ভারতীয় আচার্য্যগণ বিদ্যার্থিগণকে অধ্যয়ন

করাইবার প্রারম্ভে গৌরীর এই তীব্র তপস্যায় সিদ্ধি-লাভের কথা স্মরণ করাইয়া মঙ্গলাচরণ করিয়া থাকেন[১]—কেন না তাহারা ভোগ-সুখের কামনা ও বিলাস বিসর্জ্জন দিয়া বিদ্যা আয়ত্ত করিবার জন্য গৌরীর প্রদর্শিত তীব্র তপস্যার অনুসরণ করিবে। বিবাহের দিনে কন্যা-সম্প্রদানের শুভমুহূর্ত্তের অব্যবহিত পূর্ব্বে আজিও পুরমহিলাগণ কুমারীকে গৌরী-পূজা করাইয়া থাকেন। কারণ, আজি যাঁহার হস্তে তাহাকে অর্পণ করা হইবে, তাঁহাকে আপনার করিতে বা তাঁহার প্রীতিলাভ করিতে হইলে, সে-ও গৌরীর মত আত্ম-সুখের কথা না ভাবিয়া একমনে তাঁহারই সেবায় যেন তৎপর হয়। এই ত্যাগই তপস্যা। মহেশ্বর শিব ভারতের এই উচ্চ আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখুন।

১। "অবতু বো গিরিসুতা শশিভৃতঃ প্রিয়তমা।"......

"সা তে ভবতু সুপ্রীতা দেবী শিখরবাসিনী।
উগ্রেণ তপসা লব্ধো যয়া পশুপতিঃ পতিঃ॥"

—চন্দ্রশেখর মহেশ্বরের প্রিয়তমা গৌরী তোমাদিগকে রক্ষা করুন।......

—সেই পর্ব্বতশিখরবাসিনী দেবী তোমাদের প্রতি সাতিশয় প্রীত হউন, যিনি উগ্র তপস্যার দ্বারা পশুপতিকে পতি লাভ করিয়াছিলেন।

১২

বিশ্বাত্মা মহেশ্বর পার্ব্বতীর অভিলাষ তাঁহার সখীদের মুখে বিদিত হইয়া হিমালয়ের নিকট পাঠাইবার জন্য জ্যোতির্ম্ময় সপ্তর্ষিকে স্মরণ করিলেন।

সূর্য্যমণ্ডলের উর্দ্ধে সপ্তর্ষিমণ্ডলে ইঁহাদের নিবাস। সহস্ররশ্মি সূর্য্যকেও সপ্তাশ্বরথে যাইবার সময় নিজ পতাকা নিম্নমুখী করিয়া ইঁহাদিগের নিকট সপ্রণাম প্রার্থনা করিতে হয়। ইঁহারা অমর; প্রলয়-কালেও বরাহরূপী বিষ্ণুর দন্তাগ্রে পৃথিবীর সহিত সংলগ্ন ছিলেন। বিধাতার সৃষ্টিকার্য্যের পরও বাকী সৃষ্টিকার্য্য ইঁহারাই করিয়াছেন, তাই পৌরাণিকেরা ইঁহাদের 'প্রাচীন বিধাতা' বলেন। পূর্ব্ব-তপস্যার ফল ভোগ করিতে থাকিলেও ইঁহাদের তপস্যার বিরাম নাই।

এই ঋষিগণ বিমানারোহণে আসিয়া মহেশের নিকট উপস্থিত হইলেন; কণ্ঠে তাঁহাদের মুক্তার মত উজ্জ্বল যজ্ঞসূত্র, পরিধানে সুবর্ণ-বর্ণের বল্কল; হস্তে রত্নময়ী জপমালা। সঙ্গে ছিলেন মূর্ত্তিমতী তপঃসিদ্ধির মত বশিষ্ঠ-চরণে নিবদ্ধ-দৃষ্টি অরুন্ধতী।

পুণ্যশীলা অরুন্ধতীর সহিত শঙ্কর সপ্তর্ষির যথাযোগ্য সমাদর করিলেন। স্ত্রী-পুরুষের ভেদ না করিয়া কেবল চরিত্রেরই পূজা করা মহতের স্বধর্ম্ম।

পতিব্রতা পত্নীই যে ধর্ম্ম-সাধনার মূল—সস্ত্রীক ধর্ম্মানুষ্ঠানই যে বিধিসঙ্গত, অরুন্ধতীকে দেখিয়া অবধি মহাদেব তাহা মনে মনে আলোচনা করিতেছিলেন। ধর্ম্মার্থ পার্ব্বতীকে বিবাহ করার ইচ্ছা তাঁহার তখন আরও প্রবল হইয়া উঠিল। তাঁহার এই ইচ্ছাই হইল অনঙ্গের পুনর্জীবন-লাভের একমাত্র আশাস্থল।

বেদ-বেদাঙ্গবিৎ মুনিগণ সবিনয়ে বলিলেন,—

"মহাদেব, আজ আমাদের বেদপাঠ, হোম এবং সকল তপস্যাই সফল; আপনি স্মরণ করিয়াছেন বলিয়া আমরা কৃতার্থ। আপনাকে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিলেই ত জীবন সার্থক। কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য অপরিসীম; যেহেতু ব্রহ্মারও উৎপত্তিস্থল আপনার ঐ হৃদয়ে আমরা স্থান পাইয়াছি। চন্দ্র-সূর্য্য হইতে উচ্চে আমাদের অধিষ্ঠান হইলেও, আজ আপনার প্রসাদে তাহার অপেক্ষাও উচ্চ স্থান পাইলাম।

"আপনার কৃত সৎকার পাইয়া আমরা ধন্য, কেননা মহৎ-দিগের নিকট আদর পাইলে তবে লোকের নিজ-

গুণের প্রতি প্রত্যয় হয়। আপনার স্বরূপ আমরা কিছুই জানি না। কৃপা করিয়া তাহা বুঝাইয়া দিন ; আর কেনই বা আমাদের আহ্বান করিয়াছেন, তাহারও আজ্ঞা করুন।”

মহেশ্বর শুভ্র-দন্তচ্ছটায় ললাটের চন্দ্রকলার ক্ষীণ প্রভা বর্দ্ধিত করিয়া বলিতে লাগিলেন,—

“ঋষিগণ, আমার অষ্টমূর্ত্তি কেবল যে পরার্থে নিযুক্ত, তাহা ত আপনারা জানেন। কোন কর্ম্মেই আমার স্বার্থ-সিদ্ধির আকাঙ্ক্ষা নাই। শত্রুর অত্যাচার-পীড়িত দেবগণ আজ তৃষ্ণার্ত্ত চাতকের মত আমার পুত্র জন্মিবার আশায় রহিয়াছেন। সেই জন্য আমি হিমাদ্রি-তনয়া উমাকে বিবাহ করিতে অভিলাষ করিয়াছি। আপনারা কৃপাপূর্ব্বক হিমালয়ের রাজধানী ওষধিপ্রস্থে গিয়া তাঁহার কাছে আমার নিমিত্ত উমাকে প্রার্থনা করুন। সজ্জনেরা সম্বন্ধ করিলে, তাহা বিফল হয় না। উন্নত, সুপ্রতিষ্ঠ, ভূভার-ধারণক্ষম হিমালয়ের সহিত বৈবাহিক-সম্পর্কে আমারও অগৌরব নাই। অতএব আপনারা গমন করুন। সেখানে গিয়া কন্যার জন্য কি কি বলার প্রয়োজন, সে বিষয়ে আমার কিছুই বলিবার নাই। আপনারাই ত বিধিদাতা ; সুজনেরা আপনাদেরই বিধান সর্ব্বদা মান্য করেন। আর্য্যা অরুন্ধতীও এই কার্য্য

ভাল করিতে পারিবেন। এ সকল কার্য্যে মহিলাদেরই দক্ষতা অধিক। ওষধিপ্রস্থ হইতে ফিরিবার সময় সম্মুখে এই মহাকোশীপ্রপাতে আমাকে দেখিতে পাইবেন।”

ঋষিগণ ওষধিপ্রস্থে যাত্রা করিলেন। ভগবান্ ত্রিলোচনও তথা হইতে গিয়া মহাকোশীপ্রপাতে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

১৩

গিরিরাজ হিমালয়ের রাজধানী ‘ওষধিপ্রস্থ’ গঙ্গা-প্রবাহের নৈসর্গিক পরিখায় সুরক্ষিত। প্রাচীরগুলি তাহার সুরম্য মণি-মাণিক্য-খচিত। ভিতরে ওষধি-লতায় সমুদ্ভাসিত চত্বরগুলিও বেশ সুদৃশ্য। সুগন্ধের আধার গন্ধমাদন গিরি ইহার বাহ্যোপবন। দেখিলে মনে হয়, ইন্দ্রের অমরাবতী আর কুবেরের অলকার অংশ লইয়াই যেন এই নগর নির্ম্মিত।

যক্ষ ও কিন্নরগণ ইহার অধিবাসী; বনদেবীগণ পুর-মহিলা। প্রাসাদগুলি গগনচুম্বী, তাহাতে সংলগ্ন মেঘের

গুরু-গম্ভীর নির্ঘোষ মুরজ-ধ্বনি বলিয়া ভ্রম হয়। গৃহ-প্রাঙ্গণের কল্পপাদপগুলিতে বিচিত্রবর্ণের বস্ত্র লম্বিত থাকিয়া দূর হইতে অযত্ন-রোপিত পতাকা-শ্রেণীর মতই শোভা পায়।

রজনীভাগে স্ফটিক-খচিত হর্ম্ম্য-চূড়ায় তারকার রশ্মি পতিত হইলে, মনে হয়, কে যেন অসংখ্য পুষ্প উপহার দিয়া সমগ্র নগরটীকে সাজাইয়া রাখিয়াছে। মেঘাচ্ছন্ন রজনীতে ওষধি-সমূহ উদ্ভাসিত হইয়া ইহার রাজপথগুলির অন্ধকার নাশ করিয়া থাকে।

মহর্ষিবৃন্দ মনোজব রথে আকাশ-পথ দিয়া ধীরে ধীরে ওষধিপ্রস্থে অবতরণ করিলেন। নগরের অনুপম সুষমায় তাঁহারা বিমুগ্ধ হইয়া মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন, 'আহা! এই ত স্বর্গ; লোকে কেন আর বৃথা স্বর্গের আশায় পুণ্য-সঞ্চয় করে?'

দৌবারিকগণ তখন ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া ঋষিগণের অগ্নি-শিখার তুল্য জটাজূট দেখিতে দেখিতে অবাক্ হইয়া রহিল।

দূর হইতে হিমালয় তাঁহাদিগকে দেখিয়া অর্ঘ্য-সহ গুরু-পদক্ষেপে তথায় উপস্থিত হইয়া নত-মস্তকে তাঁহাদের যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন।

গিরিরাজের বিশাল দেহ, আজানুলম্বিত বাহু, স্বভাবতঃ পাষাণোপম সুপ্রশস্ত বক্ষঃ এবং গৈরিক-রাগের মত অরুণ ওষ্ঠপুট দেখিয়া ঋষিগণ সহজেই তাঁহাকে স্থাবরাত্মক হিমালয় বলিয়া চিনিতে পারিলেন।

রাজা সেই পুণ্য-শীল ঋষিগণকে প্রণাম করিয়া কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে করিতে স্বয়ং পথ দেখাইয়া অন্তঃপুর মধ্যে লইয়া চলিলেন।

যথোচিত সংকৃত হইয়া তাঁহারা সকলে বেত্রাসনে উপবেশন করিলে, হিমালয় একখানি আসন-গ্রহণ করিয়া কর-যোড়ে বলিতে লাগিলেন,—

"দেবর্ষিগণ, আজ বিনা-মেঘে বর্ষণ এবং বিনা-পুষ্পে ফলোদয়ের মত সহসা আপনাদের শুভাগমনে এই অধমের প্রতি অসীম অনুগ্রহই প্রকাশ পাইতেছে! অজ্ঞানান্ধ আমি, আপনাদের প্রভাবে এখন জ্ঞানচক্ষু পাইলাম। লৌহসার দেহ আমার কাঞ্চনময় হইল। আমি ভূলোকেই দ্যুলোক দেখিতে পাইলাম।

"আপনাদের মত পুণ্যাত্মাদের পদধূলি যেখানে পড়ে, সেই স্থানই ত মহাতীর্থ! আজ হইতে আমিও জীব-কুল-পাবন তীর্থ-স্বরূপে গণ্য হইলাম।

"হে দ্বিজোত্তমগণ, দুইটী বস্তুতে আমি আত্মাকে

পবিত্র জ্ঞান করিতেছি—এক মন্দাকিনীর স্রোতোধারা; আর আপনাদের চরণোদক।

"আমার স্থাবর, জঙ্গম—উভয় দেহই আজ ধন্য। স্থাবর-দেহে আপনাদের চরণ-চিহ্ন অঙ্কিত হইল; আর জঙ্গম-দেহে আপনাদের সেবা করিতে পাইলাম। অসীম এই আনন্দ যে আমার দিগন্তব্যাপী বিশাল দেহেও ধরিতেছে না!

"আপনাদের তেজোময়ী মূর্ত্তির প্রভাবে শুধু যে আমার গুহাগত তিমির নষ্ট হইল, তাহা নহে; হৃদয়ের তিমিরও অনেকক্ষণ নাশ হইয়া গিয়াছে। হয় ত শুধু এই দীনকে পবিত্র করা ব্যতীত আপনাদের শুভাগমনের অন্য কোন প্রয়োজন নাই, যদি বা থাকে, তবে এই অধমের দ্বারা কেন এখনও তাহা সম্পাদিত হইল না! এখন কি করিতে হইবে, কৃপা করিয়া দাসের প্রতি আদেশ-দানে কৃতার্থ করুন। প্রভুর আদেশ পালনই যে ভৃত্যের একমাত্র চরিতার্থতা। রত্ন-মাণিক্যের কথা বলিতে চাহি না—উহা ত অসার বাহ্য-পদার্থ। স্বয়ং আমি, মহিষী, আর এই বংশের প্রাণ-প্রতিমা কন্যা—এ তিনের মধ্যে কাহার দ্বারা আপনাদের কি প্রয়োজন সাধিত হইতে পারে, ত্বরায় অনুমতি দিয়া দাসকে কৃতার্থ করুন।"

হিমাদ্রির এই বিনয়পূর্ণ বাক্যাবলী গুহায় প্রতিধ্বনিত হওয়ায়, মনে হইল, যেন তিনি কথাগুলি দুইবার আবৃত্তি করিয়া ঋষিদের নিকট সহজেই তাঁহাদের অভীষ্ট-প্রদানে প্রতিশ্রুত হইলেন।

ঋষিদের মধ্যে অতিশয় বাগ্মী অঙ্গিরা তখন প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন,—

"গিরিরাজ, তোমার শৃঙ্গ আর চিত্ত—দুই-ই সমান উন্নত। এখন যাহা বলিলে, তাহা তোমার মত উদার পুরুষের যোগ্য ত বটেই, বরং উহা অপেক্ষা আরও বেশী-কিছু যদি বলিতে, তাহাও তোমার পক্ষে সম্ভব হইত। লোকে যে তোমায় স্থাবরাত্মক বিষ্ণু বলে, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। যেহেতু তোমার কুক্ষি বিষ্ণুরই মত চরাচর জীবের আধার। ত্রিবিক্রম-কালে ত্রিপাদ বিষ্ণুর মহিমা ঊর্দ্ধ, অধঃ এবং পার্শ্ব—সকল দিকে প্রকাশ পাইয়া চরাচর বিশ্বে ব্যাপৃত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তোমার মহিমা যে সহজেই সর্ব্বব্যাপী। তুমি রসাতল পর্য্যন্ত বসুন্ধরাকে ধারণ না করিলে অনন্তদেব কি তাঁহার মৃণাল-সুকুমার ফণার উপর তাহাকে বহন করিতে পারিতেন? দিগন্ত-বিস্তৃত তোমার অমল-কীর্ত্তি, আর সমুদ্র-তরঙ্গে অপ্রতিহত পুণ্যতোয়া এই গঙ্গা প্রভৃতি নদীগুলি অনবরত

নিজ বিশুদ্ধিতে মানব-জাতিকে পবিত্র করিতেছে। গঙ্গা পরমেষ্ঠী বিষ্ণুর পদ-সমুদ্ভবা বলিয়া যেমন শ্লাঘ্যা, তেমনি তুমিও তাঁহার উৎপত্তি-স্থল বলিয়া বিশেষ শ্লাঘ্য। যজ্ঞভাগভোজী দেবগণের মধ্যে স্থান পাইয়া তুমি প্রাধান্যে সুমেরুর হিরণ্ময় শৃঙ্গকেও খর্ব্ব করিয়া দিয়াছ। তোমার স্থাবর দেহেই যত-কিছু কঠিনতা, কিন্তু জঙ্গম দেহ সতত সজ্জনের আরাধনায় নিযুক্ত এবং অবিচল ভক্তিতে বিনম্র।

"আমরা যে জন্য আসিয়াছি, তাহা বলিতেছি। বিষয়টী তোমার পক্ষেই মঙ্গলকর; আমাদেরও একটী সদনুষ্ঠানে উপদেশ দেওয়ার জন্য অবশ্য পুণ্য-সঞ্চয় হইতে পারিবে।

"যিনি সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্যগুণময় হইয়া বিশ্বে ঈশ্বর-নামে অভিহিত—নিজ অষ্টমূর্ত্তিতে সারথির রথ-ধারণের মত যিনি এই বিশ্ব-সংসার ধারণ করিয়া আছেন—অর্দ্ধচন্দ্র যাঁহার শিরোভূষণ—যোগিগণ যাঁহাকে দেহগত পরমাত্মা বলিয়া ধ্যান করেন—মনীষিগণ যাঁহাকে ভব-ভয়-নাশন বলিয়া কীর্ত্তন করেন, বিশ্বের সর্ব্বকর্ম্মের সাক্ষী সেই বরদ মহাদেব পশুপতি তোমার কন্যার পাণিগ্রহণে অভিলাষী হইয়া আজ আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন। এখন

তুমি নিজ কন্যাকে তাঁহার সহিত বিবাহ-সূত্রে সম্মিলিত করিয়া দিয়া সুখী হও।

"সৎপাত্রে কন্যাদান করিলে মাতাপিতাকে অসুখী হইতে হয় না। মহেশ্বর ব্রহ্মাণ্ডের পিতা। সুতরাং এই গতিস্থিতি-শীল সমগ্র বিশ্বই তোমার কন্যাকে 'মা' বলিয়া ডাকিবে। দেবতারা মহেশ্বরকে প্রণাম করিবার পর স্ব স্ব মস্তকের মণির কিরণ-মালায় তোমার কন্যার পদ-দুইখানি রঞ্জিত করিতে থাকিবেন—আমাদের ইহাই বলিবার কথা। উমা বধূ, তুমি দাতা, মহেশ্বর শম্ভু পাত্র; আর তোমার সম্মুখে এই আমরা প্রার্থী। এ বিবাহে তোমার বংশের অভ্যুদয়ই হইবে।

"জান ত, শিব সকলেরই পূজ্য; সবাই তাঁহার স্তুতি করেন, কিন্তু তাঁহাকে কাহারও স্তব করিতে হয় না—কেহই তাঁহার পূজ্য নয়। তুমি সেই বিশ্বগুরুকে কন্যাদান করিয়া তাঁহারও পূজ্য হইয়া যাও।"

দেবর্ষি যখন এই সকল কথা বলিতেছিলেন, তখন লজ্জায় সঙ্কুচিতা হইয়া পার্ব্বতী পিতার পার্শ্বে নতমুখে লীলা-পদ্মের পত্র-গণনা করিতেছিলেন। তপস্যায় সিদ্ধি-লাভের পর তিনি এখন পিত্রালয়ে আসিয়াছেন। মাতা-

পিতা ক্ষণকালও তাঁহাকে চক্ষের অন্তরাল করিতে পারেন না।

শিবকে কন্যাদান করিয়া ধন্য হইবার ইচ্ছা হিমালয়ের পূর্ব্ব হইতে থাকিলেও, তিনি পত্নীর অভিমত জানিবার জন্য একবার মেনকার দিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিলেন। গৃহস্থদিগকে কন্যা-সম্বন্ধীয় সমস্ত-ব্যাপারেই গৃহিণীর মতের উপরই নির্ভর করিতে হয়।

মেনকা পতির অভিলাষ জানিয়া এই বিবাহ-প্রস্তাবে সানন্দে সম্মতা হইলেন। পতিব্রতা নারীগণ কদাচ পতির অভীষ্ট-বিষয়ে প্রতিকূল হন না।

হিমালয় তখন শিবকে কন্যা-সম্প্রদান করা নিশ্চিত মনে করিয়া মঙ্গলালঙ্কার-ভূষিতা উমার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন—

"এস মা, আজ তোমায় বিশ্বরূপ মহেশকে ভিক্ষা-স্বরূপে অর্পণ করিব। আজ আমার গৃহি-জনের বাঞ্ছিত ফল লাভ হউক।"

পিতার আদেশে উমা ঋষিগণের পদে প্রণাম করিলেন। তখন তাঁহার কাঞ্চনময় কুণ্ডল কর্ণ হইতে ভূমিতে পড়িয়া গেল!

হিমালয় করযোড়ে ঋষিদিগকে বলিলেন—"এই দেখুন, ত্রিলোচনবধূ আপনাদিগকে প্রণাম করিতেছে।"

অভীষ্ট পূর্ণ হওয়ায়, ঋষিগণ রাজার এই উদার-বচনের বহু প্রশংসা করিয়া আশুফলপ্রদ আশীর্ব্বাদ দ্বারা উমাকে সমাদৃত করিলেন। অরুন্ধতীও তাঁহাকে নিজ ক্রোড়ে বসাইয়া কতই আদর করিতে লাগিলেন।

আনন্দাশ্রুমুখী মেনকা বিবাহের পর কন্যার পতি-গৃহ-গমন জন্য আসন্ন বিরহ স্মরণ করিয়া আকুলচিত্ত হইয়াছেন দেখিয়া অরুন্ধতী তাঁহাকে সান্ত্বনা-প্রদান করিয়া ভাবী জামাতার নানা গুণ-কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

তিন দিন পরে বিবাহের শুভদিন স্থির হইল। ঋষিগণ বিদায় লইয়া মহেশ্বরকে বিবাহের বিষয় জ্ঞাপন করিবার জন্য বিমান-যোগে নভোমার্গে সমুত্থিত হইলেন।

১৪

গিরিরাজ-গৃহে কন্যার বিবাহোৎসব। স্বজন-বান্ধব সমবেত হওয়ায় তাঁহার গৃহে আজ বিপুল জনতা। পুর-নারীবর্গ বিবাহের শুভানুষ্ঠানে মহাব্যস্ত। রাজান্তঃপুর এবং

নাগরিকগণের গৃহসকল মাঙ্গলিক আলিম্পনে অপূর্ব্ব-শ্রী ধারণ করিয়াছে। তোরণে তোরণে সপুষ্প-পল্লব ও মাল্য সন্নদ্ধ, তদুপরি বিচিত্র কৌষেয় পতাকা বায়ুভরে ঈষৎ আন্দোলিত হইতেছে। দ্বারগুলির দুইপার্শ্বে ফল-শাখা-সমন্বিত বারিপূর্ণ মঙ্গল-ঘট স্থাপিত এবং দেহলী সিন্দূর-রাগে রঞ্জিত। ঘরে ঘরে উৎসবের শঙ্খ বাজিতেছে। আজ পর্ব্বতপতির অন্তঃপুর আর সমগ্র নগর যেন একই গৃহস্থের অন্তর্ভুক্ত স্থান বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

নগরের রাজপথগুলি সন্তানক-পুষ্পে সমাকীর্ণ। স্থানে স্থানে সুবর্ণের কারুকার্য্য-মণ্ডিত তোরণশ্রেণী; তাহার ঊর্দ্ধে পুষ্প-লতাদি-শোভিত মণ্ডপ; তথা হইতে নানা বাদ্য-যন্ত্রের মধুর ধ্বনি এবং প্রাণ-বিনোদন সঙ্গীতের তান উত্থিত হইতেছে। মনে হইতেছে, যেন ইন্দ্রের অমরাবতী স্থানান্তরিত করিয়া এই গিরিপুরে উপস্থাপিত করা হইয়াছে।

পর্ব্বতপতির সন্ততির অপ্রতুল নাই, কিন্তু আশু স্বামি-গৃহে যাইবেন বলিয়া উমা আজ জনক-জননীর জীবন-সর্ব্বস্ব হইয়া উঠিয়াছেন। বহুকালের পর তাঁহাকে গৃহে পাইয়া তাঁহাদের দেহে নবজীবনের সঞ্চার হইয়াছে।

পার্ব্বতী এখন পূর্ব্বাভরণগুলি পরিত্যাগ করিয়া শুভ-বিবাহের যোগ্য নব আভরণে ভূষিতা হইতেছেন। উত্তম কৌষেয় বসন পরিধানে তাঁহার দেহকান্তি সমধিক উজ্জ্বল হইয়াছে। গুরুজনেরা একে একে তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া কত শুভাশীষ প্রদান করিতেছেন। আজিকার দিনে গৌরী ভিন্ন যে গৃহে আর কেহই স্নেহের পাত্রী নাই।

শুভক্ষণে পুরমহিলাগণ আসিয়া গৌরীর যথোপযুক্ত মঙ্গল-স্নানের আয়োজন করিতে লাগিলেন। লোধ্ররেণু দিয়া অঙ্গের তৈল অপসারিত করার পর, তাহাতে নানা অঙ্গরাগ-দ্রব্য অভ্যঙ্গ করা হইল এবং মরকত শিলায় রচিত একটী স্নান-গৃহে মঙ্গলবাদ্য-সহকারে তাঁহার স্নান-ক্রিয়া সম্পাদিত হইল।

স্নানান্তে বিশুদ্ধগাত্রী উমা পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া বৃষ্টিধারা-বিধৌত কাশকুসুমে প্রফুল্ল বসুন্ধরার মত শোভা পাইতে লাগিলেন।

পতিপরায়ণা কুল-ললনারা তখন তাঁহাকে চারিটী মণিময়-স্তম্ভের সহিত সংলগ্ন চন্দ্রাতপ-তলস্থ বেদীর উপর দিব্য আসনে বসাইয়া নানাবিধ দ্রব্য-সংযোগে অঙ্গ-প্রসাধনে নিযুক্ত হইলেন।

কেহ কুন্তলরাজির আর্দ্রতা বিনষ্ট করিয়া তাহাতে কুসুম-বিন্যাস ও দূর্ব্বাদলের সহিত পাণ্ডুবর্ণ মধূক-পুষ্পের মাল্য সন্নদ্ধ করিয়া দিতেছেন ; কেহ বা তাঁহার শ্বেত-অগুরু-চর্চ্চিত অঙ্গে গোরোচনা দিয়া পত্রাবলী অঙ্কিত করিতেছেন ; কেহ বা তাঁহার লোচন-দু'টীতে অঞ্জন লেপন করিয়া দিতেছেন।

এক সহচরী আবার তাঁহার পদ-দু'টী অলক্তরাগে রঞ্জিত করিতে করিতে পরিহাস করিয়া বলিল,—

"সই, তোমার এই অতিসুন্দর চরণ-দু'খানি স্বামী শশাঙ্কশেখরের মস্তকস্থিত চন্দ্রকলা স্পর্শ করুক।"

গৌরী মালা ছুড়িয়া তাহাকে তাড়না করিলেন।

তারপর কুসুম-ভূষিতা লতাটীর মত নানা বিভূষণে ভূষিতা হইয়া পার্ব্বতী মুকুরে নিজ বদন-মণ্ডলের প্রতিবিম্ব দর্শন করিতে করিতে একান্ত হৃষ্টচিত্তে ভগবান্ শশাঙ্ক-শেখরের চরণ-দর্শনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। নারীর বেশ-ভূষা শুধু তাহার আরাধ্য দেবতা পতির সুখের জন্য —আত্মসুখের জন্য নহে। পতির প্রীতি-উৎপাদনেই এই বেশভূষার সার্থকতা।

জননী মেনকা আনন্দাশ্রুপূর্ণ-নয়নে কন্যার মুখখানি কিঞ্চিৎ উন্নমিত করিয়া তাহাতে আর্দ্র হরিতাল ও

মনঃশিলা দিয়া শুভ-বিবাহের অনুরূপ তিলক রচনা করিয়া দিলেন। উমার যৌবন-সূচনার দিন হইতেই তিনি অন্তরে যে আশা পোষণ করিয়াছিলেন, আজ তাহা পূর্ণ হইল। আনন্দাতিশয়ে বাষ্পাকুল হইয়া তিনি তনয়ার হস্তের যে স্থানে মাঙ্গল্য-সূত্র বাঁধিয়া দিতে হইবে, তাহা লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। ধাত্রী আসিয়া তখন অন্য-স্থানে সন্ন্যস্ত সেই মাঙ্গল্য-সূত্র যথাস্থানে বাঁধিয়া দিলেন।

কর্ত্তব্যপরায়ণা মাতা এইবার কন্যাকে লইয়া পরমার্চ্চনীয় কুলদেবতাকে প্রণাম করাইলেন; পতিব্রতা নারীগণের একে একে চরণ-বন্দনা করাইয়া তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলেন।

সকলেই 'পতির অখণ্ড প্রেমের অধিকারিণী হও'—বলিয়া উমাকে আশীষ প্রদান করিলেন। তাঁহাদের আশীর্ব্বাদের ফলে পার্ব্বতী অশেষ সৌভাগ্যবতী হইতে পারিয়াছিলেন।

পর্ব্বতরাজও যথাযোগ্য শিষ্টাচারে নিজ বাসনা ও ঐশ্বর্য্যানুরূপে সমাগত বন্ধু-বান্ধব ও নিমন্ত্রিত-জনের পরিতোষ সাধন করিতে কোনরূপ ত্রুটি করিলেন না; বিনয়াবনত হইয়া সকলকে সভায় লইয়া বর মহাদেবের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

১৫

মহেশের দ্বিতীয়বার বিবাহ। কৈলাসে বর-যাত্রার আয়োজন হইতেছে। দেবগণ প্রায় সকলেই সমুপস্থিত। মাতৃকাবৃন্দ ত প্রথম বিবাহেরই উপযোগী নানা প্রসাধন দ্রব্য আনিয়া শঙ্করের সম্মুখে স্থাপিত করিয়াছেন। নিস্পৃহ মহেশ শুধু তাঁহাদের মান-রক্ষার জন্য সেগুলিকে এক এক বার স্পর্শ করিলেন মাত্র। তাঁহার সনাতন বেশই তখন সুন্দর বরবেশ ধারণ করিল।

চিতা-ভস্ম হইল শুভ্র অঙ্গরাগ; নর-কপাল হইল মস্তকের চূড়ামণি এবং গজাজিনই তখন দুই প্রান্তে কল-হংস-চিহ্নিত দুকূল-বাসে পরিণত হইল।

ললাট-মধ্যগত তাঁহার তৃতীয় নেত্র—যাহাতে পিঙ্গল তারা চির-সমুজ্জ্বল, তাহা এখন হরিতাল-রাগে অঙ্কিত তিলক-রূপে দৃশ্যমান হইতে লাগিল।

সর্পগুলির দেহ শিবাঙ্গের যথাস্থানে রত্নালঙ্কারে পরিণত হইল; শুধু তাহাদের মণিগুলির ঔজ্জ্বল্য অবিকৃত রহিয়া গেল।

আর ললাটের শশি-কলা, যাহা হইতে দিবাভাগেও

মরীচি-মালা বিচ্ছুরিত হয়—কলামাত্র বলিয়া যাহা নিষ্কলঙ্ক—তাহা ত শশাঙ্ক-শেখরেরই শিরোভূষণ, সুতরাং তাঁহার মুকুট-ধারণের প্রয়োজনই রহিল না।

নিখিল বিস্ময়কর পদার্থের মূলাধার ভবেশ এইরূপে নিজ মহিমাতেই মনোরম বর-সজ্জায় সজ্জিত হইলেন।

পরে প্রমথগণের আনীত একটী সমুজ্জ্বল খড়্গে স্বীয় মুখের প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া তিনি নন্দীর হস্তাবলম্বনে শার্দ্দূল-চর্ম্মাবৃত বৃষ-পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। মাতৃকা-বৃন্দও স্ব স্ব বাহনে আরূঢ়া হইয়া বরানুগমনে অগ্রসর হইলেন। তাঁহাদের পশ্চাতে রহিলেন—কপালাভরণা কালিকাদেবী।

আদিত্যদেব তখন শিব-শিরে বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত নবছত্র ধারণ করিলেন। তাহাতে লম্বিত শ্বেতবর্ণের কৌষেয় বস্ত্রখণ্ডের উপান্ত-ভাগগুলি বায়ুভরে আন্দোলিত হইতেছে দেখিয়া মনে হইতে লাগিল, যেন বর শূলপাণির মস্তকে মন্দাকিনীর বারি-ধারা নিপতিত হইতেছে। গঙ্গা ও যমুনা স্ব স্ব নদীরূপ ত্যাগ করিয়া মূর্ত্তিমতী দিব্য-স্ত্রী-রূপে উভয় পার্শ্বে বলাকা-শুভ্র চামর-বীজনে তাঁহার সেবায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

প্রজাপতি ব্রহ্মা এবং নারায়ণ তখন শিবের জয়-ধ্বনি করিতে করিতে তথায় আবির্ভূত হইলেন। ইন্দ্র, চন্দ্র প্রভৃতি লোকপালগণও একে একে আসিয়া মিলিত হইলেন। ঘৃত-সংযোগে বহ্নির তেজঃ যেরূপ বর্দ্ধিত হয়, ইঁহাদের আবির্ভাবে মহাদেবের দিব্য-জ্যোতিঃ সেইরূপ অধিকতর বর্দ্ধিত হইল। এক অখণ্ড ভূমারই ত্রিধা মূর্ত্তি—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর; ইঁহাদের কে জ্যেষ্ঠ, কে-ই বা কনিষ্ঠ, তাহা আর নিরূপিত হইল না।

লোকপালগণ স্ব স্ব পদ-মর্য্যাদার যোগ্য বেশ-ভূষা এবং আত্ম-পরিচায়ক অভিজ্ঞানগুলি বর্জ্জন করিয়া অতি বিনম্রভাবে নন্দীর নিকট ইঙ্গিতে মহাদেবের দর্শনাভিলাষ ব্যক্ত করিলেন।

নন্দী তাঁহাদিগকে প্রভুর সম্মুখীন করিয়া—'এই 'দেবেন্দ্র আসিয়াছেন'; 'ইনি শশধর',—ইত্যাদি ক্রমে সকলের পরিচয় প্রদান করিলেন। দেবতাগণ করযোড়ে শঙ্করকে প্রণিপাত করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন।

মহেশ্বর শিরঃ-সঞ্চালনে বিধিকে, সুমধুর আলাপে বিষ্ণুকে, ঈষৎ হাস্য দ্বারা বাসবকে এবং অন্যান্য দেবগণের প্রতি প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া সকলেরই তৎকালোচিত সম্মাননা করিলেন।

সপ্তর্ষিবৃন্দ 'ভগবানের জয় হউক'—এই আশীর্ব্বচন উচ্চারণ করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইলেন।

ঈষৎ হাস্য-সহকারে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিয়া মহাদেব বলিলেন—"এই বিবাহ-যজ্ঞে ত আমি পূর্ব্বেই আপনাদিগকে পুরোহিত-পদে বরণ করিয়া রাখিয়াছি।"

এইবার ওষধিপ্রস্থ-অভিমুখে বরপক্ষীয়গণের শোভা-যাত্রা আরম্ভ হইল। বৃষরাজ নিরন্তর শৃঙ্গ কম্পিত করিতে করিতে গগন-পথে ত্রিপুরারিকে বহন করিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। তাহার গ্রীবা হইতে কাঞ্চনময়ী ঘুণ্টিকার মধুর শব্দ উত্থিত হইতেছে। দেবগণ বিমানে আরোহণ করিয়া চলিয়াছেন। স্ব স্ব বাহনের গতি-বেগে মাতৃকাগণের কর্ণাভরণ দোদুল্যমান হইতেছে। প্রমথগণের কৃত নানা বিচিত্র বাদ্য-ধ্বনি দেবতাগণের বিমানাগ্রে পৌঁছিয়া যেন তাঁহাদিগকে শিবারাধনায় তৎপর হইতে ইঙ্গিত করিতেছে। বিশ্বাবসু-প্রমুখ গন্ধর্ব্বগণ সুললিত-স্বরে ত্রিপুর-বিজয় গাহিয়া বরযাত্রিগণের প্রাণে সুধাধারা ঢালিয়া দিতেছেন।

ভগবান্ চন্দ্রচূড় ইহা শুনিতে শুনিতে সানন্দে সমস্ত পথ অতিক্রম করিয়া ওষধিপ্রস্থ-নগর-প্রান্তে উপনীত হইলেন।



১৬

ওষধিপ্রস্থের নাগরিকগণ পরম-কৌতূহলী হইয়া এতক্ষণ নগরের বাহিরে বরের শুভাগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল; এক্ষণে নিজ পারিষদবর্গের সহিত ভগবান্ নীল-লোহিতকে নিকটবর্ত্তী দেখিয়া সানুরাগ-ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে সকলেই তাঁহাকে দেখিতে লাগিল।

রাজ-বন্ধুবর্গ, সামন্ত-পারিষদ বহুমূল্য বস্ত্রাভরণে সুসজ্জিত হইয়া এক একটী গজারোহণে বরের অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত সেখানে উপস্থিত হইলেন।

গিরিরাজচক্রবর্ত্তী স্বয়ং নগ্নপদে আসিয়া বরযাত্রি-গণের সহিত বর মহাদেবের সাদর অভ্যর্থনা করিলেন।

নগরের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইবামাত্র দেব-পক্ষীয় ও পর্ব্বত-পক্ষীয় জনসমূহ দিগন্তব্যাপী তুমুল জয়ধ্বনি করিতে করিতে নগরে প্রবেশ করিতে লাগিল।

ত্রিলোকবন্দ্য মহেশ্বর গিরিবরকে প্রণাম করিলেন। হিমালয় শিবের নিকট আপনাকে নিতান্ত হীন বিবেচনায় লৌকিক এই শিষ্টাচারে একেবারে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন। শিবের অপরিমেয় মহিমাতে তিনি যে পূর্ব্ব

হইতেই তাঁহার প্রতি নতশির হইয়া আছেন, এ জ্ঞান তখন তাঁহার রহিল না। সৌভাগ্যক্রমে তাঁহাকে জামাতা লাভ করিবার আনন্দে তখন ভূধর-রাজের মুখশ্রী সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি সমাগত দেবগণ ও প্রমথগণ-সহ পশুপতিকে অগ্রে করিয়া নগরে প্রবেশ করিলেন। নগর-পথগুলি তখন পুষ্পাকীর্ণ; চলিতে গেলেই গুল্‌ফ নিমজ্জিত হইয়া যাইতেছে। গৃহে গৃহে মঙ্গল-শঙ্খধ্বনিরও বিরাম নাই।

পুর-মহিলাগণ শিব-দর্শনের জন্য অতিশয় উৎকণ্ঠিতা হইয়া পূর্ব্ব হইতেই সমস্ত গৃহকর্ম্মে বিরত হইয়াছিলেন। এক্ষণে কেহ কেহ প্রাসাদের ছাদে আরোহণ করিতেছেন; কেহ কেহ বা বাতায়নের দিকে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছেন।

অত্যন্ত ব্যস্ততার জন্য কোন রমণীর বেণী-বন্ধন শিথিল হইয়া তৎসংলগ্ন মাল্য বিচ্যুত হইয়াছে—সেদিকে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই। তিনি আলুলায়িত কেশদাম হস্তে ধারণ করিয়াই বহির্দ্দেশের অলিন্দে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

অন্তঃপুরের ভিতর প্রসাধিকা কাহারও পদ অলক্ত-রাগে রঞ্জিত করিতেছিল, রমণী তখন অতিশয় আগ্রহ-হেতু তাহার হস্ত হইতে পদ সরাইয়া লইয়া গবাক্ষের দিকে

চলিয়াছেন ; গবাক্ষ পর্য্যন্ত সমগ্র গৃহতলটী লাক্ষারাগের চরণ-চিহ্নে ভরিয়া যাইতেছে।

কোন পুরনারী সবে-মাত্র এক নেত্রে অঞ্জন দিয়াছেন, এমন সময় শিবাগমন জানিতে পারিয়া গবাক্ষ-রন্ধ্রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন ; তাঁহার অঞ্জন-পাত্র হস্তেই রহিয়াছে।

কোন রমণী কাঞ্চীদামের মুক্তাগুলিকে গ্রথিত করিতেছিলেন ; কিন্তু তাহাতে বিরত হইয়া সবেগে পদক্ষেপ করায়, রত্নগুলি ভূমিতে বিকীর্ণ হইয়া গেল ; কেবল সূত্রটী তাঁহার অঙ্গুলিতে বিলগ্ন রহিল, সেই অবস্থায় তিনি বাতায়নের দিকে চলিয়াছেন।

ফলতঃ পুর-মহিলাগণ সকলেই অনন্যচিত্ত হইয়া শিব-দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহাদের চিরাকাঙ্ক্ষিত সেই চন্দ্রশেখর তোরণ অতিক্রম করিয়া রাজপথে উপনীত হইবামাত্র সকলেই তাঁহাকে সতৃষ্ণ-নয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন একমাত্র দর্শনেন্দ্রিয় ব্যতীত তাঁহাদের অপর ইন্দ্রিয়গুলির ক্রিয়াশক্তি যেন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এতই তাঁহাদের তন্ময়তা !

চন্দ্রশেখরকে দর্শন করিয়া মুগ্ধ পৌর-ললনাগণ তখন

পরস্পর কথোপকথন করিয়া তাঁহার বিষয়ে নানা মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন,—

"আ মরি মরি! রাজ-জামাতার কিবা মোহন রূপ লো! সার্থক অপর্ণার কোমল-দেহে কঠোর তপস্যা। যে স্ত্রী ইঁহার দাসী হইতে পায়, ত'রই ত জীবন সার্থক; যিনি ইঁহার বামে স্থান পাইবেন, তাঁর সৌভাগ্য যে কত, তাহা ত বলিয়াই শেষ করা যায় না! আহা! এমন কমনীয় সৌন্দর্য্যের আধার এই দু'টী প্রাণের মিলন যদি বিধাতাপুরুষ না ঘটাইতেন, তবে ইঁহাদিগকে এত সুন্দর করিয়া গঠন করিবার জন্য তাঁর যত-কিছু প্রয়াস, সবই বিফল হইত! ইঁহার ক্রোধানলে নিশ্চয়ই মদন দগ্ধ হয় নাই; ইঁহাকে দেখিয়া লজ্জায় হয় ত তিনি স্বয়ং দেহ নাশ করিয়া থাকিবেন।"

অপর একস্থানে কোন এক রমণী তাঁহার সখীকে বলিতেছেন;—

"ও সই, গিরিরাজের বড় ভাগ্যে শিবের সঙ্গে মনের মত এই সম্বন্ধ জুটিল। ভূধর বলিয়া গৌরবে চিরদিনের উচ্চ-শির তাঁর আজ আরও কত উচ্চ হইয়া উঠিল!"

ত্রিলোচন ওষধিপ্রস্থ-বাসিনীদিগের এইরূপ শ্রুতিমধুর

আলাপ শুনিতে শুনিতে হিমালয়-গৃহে উপনীত হইলেন। তখন তাঁহার কেয়ূরোপরি অজস্র লাজ-মুষ্টি বর্ষিত হইতে লাগিল; অন্তঃপুরে আবার মঙ্গল-শঙ্খ বাজিয়া উঠিল।

ব্রহ্মা পূর্ব্বেই আসিয়া একটী প্রকোষ্ঠে সমাসীন হইয়াছেন। চন্দ্রচূড় তখন বিষ্ণুর হস্ত-ধারণে বৃষ হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহার নিকট বরাসনে উপবেশন করিলেন।

ইন্দ্র-প্রমুখ সুরবৃন্দ, সপ্তর্ষি-প্রমুখ পরমর্ষি-সঙ্ঘ এবং শিব-পারিষদ প্রমথগণ মহেশ্বরের অনুসরণ করিয়া বিবাহ-সভায় হিমালয়-নিবেদিত যথাযোগ্য আসনে উপবেশন করিলেন।

মহেশ্বর তখন যথাবিধি নগেন্দ্র-প্রদত্ত রত্ন-সমন্বিত অর্ঘ্য, মধুপর্ক, এবং দুইখানি নব দুকূল-বস্ত্র মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া গ্রহণ করিলেন।

অন্তঃপুর-গমনের অধিকারী বিনীত-পুরুষেরা দুকূল-বাস-পরিহিত চন্দ্রশেখরকে বধূরূপিণী গৌরীর নিকট লইয়া গেল। তথায় উমার সহিত মিলনে ত্রিনয়নের নয়ন প্রেমভরে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। শুভক্ষণে বর-বধূ সলজ্জ-নয়নে পরস্পর মুখাবলোকন করিলেন। পরক্ষণেই তাঁহাদের চক্ষু লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল।

হর-গৌরী

হিমালয় যথাবিধি সম্প্রদান করিলে, অষ্টমূর্ত্তি মহেশ্বর তখন গৌরীর তাম্রোজ্জ্বল কর সাগ্রহে গ্রহণ করিলেন।

হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইল। বর-বধূ তিনবার অগ্নি-প্রদক্ষিণ করিলে, পুরোহিত বধূকে অগ্নিতে লাজাহুতি প্রদান করাইয়া কহিলেন,—

"বৎসে, এই অগ্নি তোমার বিবাহ-ক্রিয়ার সাক্ষী রহিলেন। তুমি অবিচারিতচিত্তে পতি শিবের সহিত ধর্ম্মচর্য্যা করিবে।"

পার্ব্বতী তাঁহার আকর্ণ-বিস্তৃত নয়ন প্রসারিত করিয়া সাগ্রহে গুরুদেবের এই উপদেশ শ্রবণ করিলেন।

প্রিয়দর্শন পতি মহেশ্বর ধ্রুব-নক্ষত্র দর্শন করাইলে, গৌরী তাঁহার লজ্জাবনত মুখখানি উন্নমিত করিয়া বলিলেন, "হাঁ, দেখিলাম।"

এইরূপে বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হইলে পর, দম্পতী পদ্মাসনাসীন ব্রহ্মাকে প্রণাম করিলেন।

"কল্যাণি! বীর-প্রসবিনী হও"—বলিয়া ব্রহ্মা গৌরীকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। কিন্তু অষ্টমূর্ত্তি হরকে কি বলিয়া আশীষ প্রদান করিবেন, তাহা তিনি স্থির করিতে না পারিয়া চিন্তান্বিত-হৃদয়ে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

পরে বর-বধূ পুষ্প-পল্লবে শোভিত একটী চতুষ্কোণ

বেদীর উপর স্বর্ণাসনে উপবেশন করিয়া গুরুজনদিগের কৃত আর্দ্র অক্ষত-যোগে আশীর্ব্বাণী গ্রহণ করিলেন।

কমলাদেবী তাঁহাদের মস্তকের উপর দীর্ঘ-নালযুক্ত পদ্ম-ছত্র ধারণ করিলেন। তাহার পত্রান্ত-লগ্ন জলবিন্দু-গুলি মুক্তাফলের মত শোভা বিকাশ করিল।

সরস্বতী দুই প্রকার বাণী-প্রয়োগ করিয়া দম্পতীর স্তব পাঠ করিলেন—সংস্কৃত-ভাষায় বরেণ্য মহেশ্বরের এবং প্রাকৃত ভাষায় গৌরীর।

অপ্সরারা একখানি নানারসপূর্ণ নাটকের যথাযোগ্য রাগ ও হাব-ভাব-যোগে অভিনয় করিল। বর-বধূ এবং অভ্যাগতগণ তাহা দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন। সর্ব্বজনের তৃপ্তিতেই বিশ্বাত্মার তৃপ্তি; তাহাতেই মঙ্গল। এই উৎসবের দিনে কন্যা-জামাতার শুভ-কামনায় যথোচিত দান, ভূরি-ভোজ্য ও রঙ্গ-রসাদির দ্বারা আত্মীয়-বান্ধব-নির্ব্বিশেষে সর্ব্বজনের সেবার অনুষ্ঠান হিমালয়ের পক্ষে কোনরূপ অঙ্গহীন হয় নাই। তাঁহার বিনয়-সৌজন্যে সকলেই আপ্যায়িত হইলেন।

এইবার অবসর বুঝিয়া দেবগণ মহাদেবের নিকট স্ব স্ব কিরীট নত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিলেন ;—

"ভগবন্, কন্দর্পকে পুনরায় মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া

আপনার সেবা করিবার অনুমতি প্রদানে আমাদের বাসনা পূর্ণ করুন।”

মহাদেবের হৃদয় তখন ক্রোধশূন্য। দেবগণের সময়োচিত প্রার্থনা তিনি ‘তথাস্তু’ বলিয়া সানন্দে পূর্ণ করিলেন। তাঁহারাও সফলকাম হইয়া স্ব স্ব ধামে প্রস্থান করিলেন। হিমালয়ের গৃহাগতগণও বিদায় লইলেন।

কন্যার লালন-পালন, শিক্ষাদান, এবং যোগ্য পাত্রে সম্প্রদান মাতা-পিতার কর্ত্তব্য কর্ম্ম; ইহার সম্পাদনেই গৃহীর আনন্দ। হিমালয় ও মেনকা তাহা যথাযথরূপে সম্পাদন করিলেন। এইবার হর-গৌরী কৈলাসে যাইবেন; তাহার আয়োজন হইতেছে। জননী মেনকা বস্ত্রাঞ্চল দিয়া অশ্রু মুছিতেছেন। হিমালয়ের চিত্ত কি এক অভূতপূর্ব্ব ঔদাস্যে ভরিয়া উঠিতেছে। জন্মাবধি স্নেহে লালনপালন করিয়া যাহার শৈশব উত্তীর্ণ হইল—যাহাকে গৃহে সর্ব্বক্ষণ দেখিয়াও হৃদয়ের তৃপ্তি হইত না—বিবাহান্তে সেই স্নেহের প্রতিমাটীকে নয়নের অন্তরালে পাঠাইতে হইতেছে! তপ্ত ইক্ষু-চর্ব্বণের মত সুখ-দুঃখের মিশ্রণে এই অপূর্ব্ব সংসারভাব বিধাতার এক অপূর্ব্ব বিধান। মানব আমরা, সকলেই এই বিধানের স্রষ্টা সেই পরম-পুরুষের চরণোদ্দেশে ভক্তিভরে প্রণত হই।



পৌরাণিক নাম-সমূহের সূচী

পৃষ্ঠা

১০ **আদিত্যগণ**—(দ্বাদশ)। অরুণ, সূর্য্য, বেদজ্ঞ, তপন, ইন্দ্র, রবি, গভস্তি, যম, হিরণ্যরেতাঃ, দিবাকর, মিত্র, বিষ্ণু।

মতান্তরে—

"তত্র বিষ্ণুশ্চ শক্রশ্চ জজ্ঞাতে পুনরেব হি।
অর্যমা চৈব ধাতা চ ত্বষ্টা পূষা তথৈব চ॥
বিবস্বান্ সবিতা চৈব মিত্রো বরুণ এব চ।
অংশুর্ভগশ্চাদিতিজ অদিত্যা দ্বাদশ স্মৃতাঃ॥"

" **মরুৎ (মারুত)**—উনপঞ্চাশৎ বায়ু। কশ্যপপত্নী দিতির গর্ভজাত বায়ু প্রথমতঃ ইন্দ্র কর্তৃক বজ্র দ্বারা সাত ভাগে বিভক্ত হয়; পুনরপি তাঁহার দ্বারা ঐ সাত অংশ অপর সাত ভাগে বিভক্ত হওয়ায়, সংখ্যায় ৪৯ হইয়াছে।

" **একাদশ রুদ্র**—অজৈকপাদ, অহিব্রধ্ন (বা অহির্বুধ্ন) বিরূপাক্ষ, সুরেশ্বর, জয়ন্ত, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, অপরাজিত, বৈবস্বত, সাবিত্র ও হর। মতান্তরে—অজ, একপাদ্, অহিব্রধ্ন, পিনাকী, অপরাজিত, ত্র্যম্বক, মহেশ্বর, বৃষাকপি, শম্ভু, হর, ও ঈশ্বর।

১৬ **পঞ্চবাণ**—সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন ও স্তম্ভন। অরবিন্দ, অশোক, চূত, নবমল্লিকা, রক্তোৎপল—এই পাঁচটী কামের শর।

২৩ **পঞ্চবায়ু**—প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান।

" **বীরাসন**—দক্ষিণপাদ বাম উরুর উপর এবং বামপাদ দক্ষিণ উরুর উপর সংস্থাপন করিয়া উপবেশন।

৫৭ **সপ্তাশ্ব রথ**—সূর্য্যমণ্ডলের সাতটী বর্ণকে সাতটী অশ্ব কল্পনা করা হয়।

" **সপ্তর্ষি**—মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু, বশিষ্ঠ।

৫৯ **অষ্টমূর্ত্তি**—ক্ষিতিমূর্ত্তি—শর্ব্ব, জলমূর্ত্তি—ভব, বহ্নিমূর্ত্তি—রুদ্র, বায়ুমূর্ত্তি—উগ্র, আকাশমূর্ত্তি—ভীম, সোমমূর্ত্তি—মহাদেব, সূর্য্যমূর্ত্তি—ঈশান, যজমানমূর্ত্তি—পশুপতি।

৬৪ **ত্রিবিক্রম**—বামনাবতারে বলির নিকট ত্রিপাদ-ভূমি প্রার্থনা-চ্ছলে নারায়ণ তিনটী পদক্ষেপে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল অধিকার করেন।

৬৫ **অষ্ট ঐশ্বর্য্য**—অণিমা (সূক্ষত্ব), লঘিমা (লঘুত্ব), ব্যাপ্তি (সর্ব্ব-ব্যাপকতা), প্রকাম্য (কামনাপূরণী শক্তি), মহিমা (মহত্ব), ঈশত্ব (সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব), বশিত্ব (ভক্তবশ্যতা), কামাবসায়িতা (সকল কামনার উচ্ছেদসাধনী শক্তি)।

৭৩ **সপ্তমাতৃকা**—

"বারাহী বৈষ্ণবী চৈব কৌমারী কাবেরী তথা।
ব্রাহ্মী চৈন্দ্রী তথা রৌদ্রী মাতরঃ সপ্ত কীর্ত্তিতাঃ॥"

৭৫ **লোকপাল**—ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নৈঋর্ত, বরুণ, বায়ু, কুবের, মহাদেব, ব্রহ্মা, অনন্ত।

" **ভূমা**—ব্রহ্ম, পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপী পুরুষ।

৭৬ **গন্ধর্ব্ব**—স্বর্গের গায়ক। দেবযোনি-বিশেষ।

শিবের নাম—চন্দ্রচূড়, হর, গিরিশ, চন্দ্রশেখর, ঈশান, পশু-পতি, ত্রিলোচন, মহেশ্বর, মহেশ, শশাঙ্কশেখর, পিনাকী, নীললোহিত, আশুতোষ, শঙ্কর, শশিভৃৎ, মহাদেব ইত্যাদি।

গৌরীর নাম—উমা, পার্ব্বতী, গৌরী, গিরিজা, হৈমবতী, অপর্ণা ইত্যাদি।

মদনের নাম—কন্দর্প, কামদেব, রতিপতি, মনোভব, অনঙ্গ, মদন, মন্মথ ইত্যাদি।

এই গ্রন্থকারের কৃত

রাস-রসামৃত

শ্রীমদ্ভাগবতের 'রাস-পঞ্চাধ্যায়' আধুনিক নব নব সরল বাঙ্গালা পদ্যে অনূদিত হইয়া কাব্যাকারে গ্রথিত। ইহা প্রেমের উৎস; রসের খনি—ভক্তির মন্দাকিনী-ধারা। একত্র কাব্য ও শ্রীভগবানের লীলা-রস আস্বাদনের অপূর্ব্ব উপাদান। সর্ব্বত্র প্রশংসিত। গীতার ন্যায় নিত্য-পাঠ্য। ইহা পাঠ না করিলে আপনার ভক্তি-শাস্ত্র পাঠ অপূর্ণ রহিয়া যাইবে। যিনি পড়িয়াছেন, তিনিই মুগ্ধ হইয়াছেন। কথকতা ও কীর্ত্তনে ইহার আবৃত্তি চলিতেছে। উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে সুন্দর ছাপা ও সোণালি বাঁধান; মূল্য ৷৷০ আট আনা মাত্র, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

অযাচিত অসংখ্য অভিমত-পত্রের মধ্যে মাত্র কয়েকখানি উদ্ধৃত হইল:—

বঙ্গবাসী।—"নানা ছন্দের কবিতায় অনুবাদক রাস-লীলার রসতত্ত্ব বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কবিতাগুলিকে মূলানুগত করিবার দিকে তাঁহার লক্ষ্য সুস্পষ্ট। মাঝে মাঝে তিনি টিপ্পনীর মত মূলের দুরূহ অংশের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহা উপযোগীই হইয়াছে। অনেক স্থলে তিনি প্রাচীন কবিদের সমার্থবোধক রচনা উদ্ধৃত করিয়া যে তুলনার সুযোগ করিয়া দিয়াছেন, তাহাও প্রশংসার্হ। ভাবুক ভক্তগণ এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আনন্দিত হইবেন।" (১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩)।

আনন্দ-বাজার-পত্রিকা।—"শ্রীমদ্ভাগবতের রাস-লীলা অধ্যায় লেখক যত্নের সহিত পদ্যে অনূদিত করিয়াছেন। পদ্যগুলি কালোপযোগী ছন্দে রচিত, বুঝিবার পক্ষে ইহা যেমন সহজ হইয়াছে, তেমনই কবিতার রসও ইহাতে রহিয়াছে। যাঁহারা 'সংস্কৃত জানেন না, কিংবা "ব্যাখ্যা বা বিচারের

অপেক্ষা না রাখিয়া" রাস-লীলার সৌন্দর্য্য ভোগ করিতে চাহেন, বইটী তাঁহাদিগকে যথেষ্ট সহায়তা করিবে। পদ্যগুলির মধ্যে মূলের ভাবার্থও ক্ষুণ্ণ হয় নাই।"—(২০ এ বৈশাখ, ১৩৪৩)।

হিতবাদী।—"শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত শ্রীরাস-পঞ্চাধ্যায়ের নিগূঢ় তত্ত্ব পদ্যে অনুবাদ করিয়া সম্যক্‌ভাবে প্রকাশ করা বিশেষ কঠিন কার্য্য —অনুবাদক স্বীকার করেন। স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া সেই কঠিন কার্য্যের ভারগ্রহণে অনুবাদক তাঁহার সাহসিকতারই পরিচয় দিয়াছেন। মূল পাঠের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে মোটের উপর বলা যায়, মূল ভাবার্থ রক্ষা করিবার যথেষ্ট প্রয়াস অনুবাদক করিয়াছেন এবং অনেকাংশে তাহাতে সাফল্য লাভও করিয়াছেন। অনুবাদকের উদ্যম প্রশংসনীয়। ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই ভাল।" —(১লা শ্রাবণ, ১৩৪৩)।

প্রবীণ সাহিত্যিক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষার পরীক্ষক **শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র** মহাশয়ের অভিমত :—

"সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভুজঙ্গভূষণ রায় কাব্যতীর্থ, সাংখ্যতীর্থ মহাশয় কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীরাস-পঞ্চাধ্যায়ের পদ্যানুবাদ 'রাস-রসামৃত' গ্রন্থখানি আস্বাদন করিয়া পরিতৃপ্ত হইলাম। রাস-পঞ্চাধ্যায়ের প্রাচীন ও আধুনিক অনেক পদ্যানুবাদ আছে, কিন্তু এরূপ একটি টীকানুবর্ত্তনে রচিত সটীক পদ্যানুবাদের একান্ত অভাব ছিল। পণ্ডিত মহাশয়-রচিত এই সরল পদ্যানুবাদ এই অভাব দূর করিতে পারিবে। ভক্তগণ নিত্য-পাঠের জন্য এই গ্রন্থ স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করিতে পারেন। পণ্ডিত মহাশয়ের সাফল্যের জন্য আমরা তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতেছি। ইতি।" (২৯এ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩)।

বীরভূম, শিউড়ী মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান্ নিখিল-ভারত-বৈষ্ণব সম্মিলনীর শ্রীবৃন্দাবন-অধিবেশনের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি **শ্রীযুক্ত অমিতা-রঞ্জন মুখোপাধ্যায়** এম্. এ. (সংস্কৃত) ; বি. এল্. **ধর্ম্মাচার্য্য** (কাশী) মহোদয়ের অভিমত ঃ—

"পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভুজঙ্গভূষণ রায় কাব্য ও সাংখ্যতীর্থ মহাশয়-রচিত 'রাস রসামৃত' পড়িয়া সত্যই রসের আস্বাদন পাইলাম। জানি না, চিন্ময় রস কি বস্তু, কিংবা লেখনীতে তাহা ব্যক্ত হওয়া সম্ভব কিনা, তবে লেখকের ভক্তিরস যে এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় অক্ষরে অক্ষরে প্রতিভাত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। মাদৃশ ভক্ত-কৃপা-পিপাসু অনেককেই যে ইহা এইরূপ আনন্দ দিবে, তাহা নিশ্চিত, ইতি। ভক্তজন-কৃপা-প্রার্থী—শ্রীঅমিতারঞ্জন মুখোপাধ্যায়। (৩।৬।৩৬)।"

ডুমকার প্রাপ্তাবসর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট **রায় সাহেব শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়** লেখককে লিখিয়াছেন (৬।৪।৩৬) ঃ

"আপনার 'রাস-রসামৃত' আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলাম। রাস-পঞ্চাধ্যায়ের এ প্রকার সুললিত ও সহজ-ভাষায় পদ্যানুবাদ পূর্ব্বে পাঠ করি নাই। অতি মধুর হইয়াছে"। * * *

মুর্শিদাবাদ, নিমতিতার জমিদার **রায় শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী বাহাদুর** গ্রন্থকারকে লিখিয়াছেন (৯।১।৪৩) ঃ—

* * * "বর্ত্তমান" সময়ে ধর্ম্ম-গ্রন্থের পাঠক স্বল্প হইলেও আপনার পুস্তকটি অপূর্ব্ব রচনা-মাধুর্য্যে যে কোন পাঠক মাত্রেরই হৃদয় স্পর্শ করিবে।

শ্রীভগবানের লীলা-সমূহের মধ্যে রাস-লীলা মানবের সহজ-বোধ্য নয়, কিন্তু আপনার বিদ্যা ও পাণ্ডিত্য-গুণে এই জটিল বিষয়টী সহজ ও সরল হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করিলাম।" * * *।

বীরভূম, জজকোর্টের উকীল **শ্রীযুক্ত আশুতোষ চক্রবর্ত্তী** এম্. এ., বি. এল্. মহাশয়ের অভিমত :—

* * * 'রাস-রসামৃত' নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি পড়িয়া যারপরনাই প্রীতি লাভ করিলাম। গ্রন্থখানি বঙ্গ-সাহিত্যের পুষ্টি-সাধন করিয়াছে বলিলে বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না। * * * ভাবে, ভাষায় ও ব্যঞ্জনায় অনূদিত গ্রন্থখানিতে মূলের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার আন্তরিকতা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া প্রীতিলাভ করিয়াছি। * * * গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া মনে হইবে, পণ্ডিত মহাশয় রসামৃত পান করিয়াছেন। যথাস্থানে সন্নিবেশিত টীকা ও বৈষ্ণব কবিগণের আস্বাদ গ্রন্থখানির সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিয়াছে।" (৩১।১২।৪২)।

বাঁকুড়া, তিলুড়ী কৃপাময়ী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব প্রবীণ হেড্‌মাষ্টার **শ্রীযুক্ত শ্রীপতিলাল ঘোষ** এম্. এ. মহাশয় পুস্তকের পাণ্ডুলিপির কিয়দংশ মাত্র দেখিয়া লেখককে প্রশংসাপত্র-দান-প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছিলেন (২০।৩।২৮) :—

* * * "His Bengali version in poetry of some of the difficult slokas of 'Bhagbat' goes to show his comprehensive knowledge in the subject and if he continues in his attempt, the version when completed will surely, I am confident, be a good acquisition in Bengali literature."

আর. পি. মিত্র এণ্ড সন্

৬৩ নং বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

☞ কলিকাতা, ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্—গুরুদাস লাইব্রেরী, ৫৭।১, কলেজ ষ্ট্রীট্—ষ্টুডেন্টস্ লাইব্রেরী, ১৩৩, ক্যানিং ষ্ট্রীট্—সর্ব্বমঙ্গলা লাইব্রেরী, ১৫, কলেজ স্কোয়ার—গ্রেট্ ইষ্টার্ণ লাইব্রেরী প্রভৃতিতেও পাওয়া যায়।